আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২৩ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩১শে জুলাই, ২০২৩.....৪
৩০শে জুলাই, ২০২৩.....৫
২৯শে জুলাই, ২০২৩.....৬
২৬শে জুলাই, ২০২৩.....১০
২৫শে জুলাই, ২০২৩.....১৩
২৪শে জুলাই, ২০২৩.....১৫
২২শে জুলাই, ২০২৩.....১৬
২০শে জুলাই, ২০২৩.....২০
১৯শে জুলাই, ২০২৩.....২২
১৮ই জুলাই, ২০২৩.....২৪
১৬ই জুলাই, ২০২৩.....২৮
১৫ই জুলাই, ২০২৩.....২৯
১৪ই জুলাই, ২০২৩.....৩৪
১৩ই জুলাই, ২০২৩.....৩৪
১২ই জুলাই, ২০২৩.....৩৪
১১ই জুলাই, ২০২৩.....৩৯
১০ই জুলাই, ২০২৩.....৪৪
০৭ই জুলাই, ২০২৩.....৪৫
০৬ই জুলাই, ২০২৩.....৪৬

৩১শে জুলাই, ২০২৩

হরিয়ানায় পুলিশ হেফাজতে সদ্য বিবাহিত মুসলিম যুবকের মৃত্যু

হরিয়ানার ফরিদাবাদে নববিবাহিত এক মুসলিম যুবককে গত ২৩ জুলাই রবিবার পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালিন মারা যান সাইকুল খান নামের ২৭ বছর বয়সী ঐ যুবক। তার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে সাইকুল খানের। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলেও জানা যায়।

জনাব সাইকুল খান রাজস্থানের আলওয়ারের টিকরি গ্রামের বাসিন্দা। তিন মাস আগে বিয়ের পর তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

আলওয়ারের মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নেতা শের মোহম্মদ ক্ল্যারিওন ইন্ডিয়াকে বলেছেন যে, খানের পরিবারের সদস্য, কিছু স্থানীয় মুসলিম এবং তার গ্রামের সামাজিক কর্মীরা ফরিদাবাদে বিক্ষোভ করার পরে সোমবার দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যার জন্য একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

জনাব মোহাম্মদের মতে, খানের গ্রেপ্তার ভুল পরিচয়ের একটি মামলায়। ফরিদাবাদ পুলিশ সাইবার জালিয়াতির মামলায় একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা ভুলভাবে খানকে হেফাজতে নিয়েছিল এবং তাকে মারধর করেছিল। তিনি বলেছেন, "পুলিশ হেফাজতে মারধরের পর খান মারা যান।"

সাইকুল খানের মৃত্যুর বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ ফরিদাবাদ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছিলেন। তবে, খানের পরিবার এবং অন্যরা অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ দাবি করছে যে গ্রেপ্তারে আইনি বাধা রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, "ভুলকারী পুলিশ অফিসারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তবে আমি মনে করি না যে বরখাস্ত কোন শাস্তি।"

আর লাশের বর্ণনা দিয়ে জনাব মোহাম্মাদ স্থানীয় মিডিয়াকে বলেছেন, "আমি লাশ দেখেছি। সারা শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার নাক দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কারো নাক থেকে রক্ত দুটি অবস্থায় বের হয়: হয় বিষ খাওয়ার পর অথবা মারধরের পর। এটা বিষ নয়; তাকে মারাত্মকভাবে মারধর করা হয়েছিল।"

https://twitter.com/AshrafFem/status/1683100240218587137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1683100240218587137%7Ctwgr%5Edd6fc06beacca626bd5c2e86b72ad66f2d0223d9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Falfirdaws.org%2F2023%2F07%2F31%2F63918%2F

এক আত্মীয় জানান, খানকে যখন পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, তখন তার পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়নি। খান নিখোঁজ হওয়ার আঠারো ঘণ্টা পর তার পরিবারের সদস্যদের ফরিদাবাদ পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল ফোন করে তাদের গ্রেপ্তারের কথা জানায়।

খানের ঐ আত্মীয় স্থানীয় মিডিয়াকে বলেছেন, "পরিবারের সদস্যরা খানের সাথে দেখা করতে যান এবং তার সাথে কথা বলেন। খানকে অনেক নির্যাতন করা হয়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি তাদের একজন। এরপর তাকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। সে সময় খান ভালো ছিলেন এবং কথা বলতে পারতেন। যত দ্রুত সম্ভব তাকে জেল থেকে ছাড়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের অনুরোধ করেন তিনি। আজ, আমাদের পুলিশ ফোন করেছিল যে খানের অবস্থার অবনতি হয়েছে। আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছলাম, আমরা দেখতে পেলাম যে তিনি মারা গেছেন।"

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে মুসলিমদের সন্দেহমূলক গ্রেফতার এবং পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। সাইকুল খানের গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন।

তথ্যসূত্র:

1. Haryana: Newly-Wed Muslim Youth Dies in Police Custody, Family Alleges Torture - https://tinyurl.com/5n8nw3z2

- https://tinyurl.com/bdc7vrmk

৩০শে জুলাই, ২০২৩

ইউরোপে দফায় দফায় পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে ইসলাম অবমাননা

বেশ কয়েকমাস ধরেই ইউরোপের দেশ সুইডেন ও ডেনমার্কে দফায় দফায় পবিত্র কুরআন শরীফ পুড়ানো হচ্ছে। এই যেন রীতিমতো প্রতিযোগীর অংশে পরিণত হয়েছে। এ কাজকে তারা বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রীভাবে কুরআন অবমাননার অনুমতি দিচ্ছে। শুধু অনুমতিই নয়, কুরআনে আগুন দেয়ার সময় দেয়া হচ্ছে পুলিশি নিরাপত্তা।

দেশ দুটিতে গত এক সপ্তাহে ফের একাধিকবার এ ঘটনা ঘটেছে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগে প্রথমে ইরাকি দূতাবাসের সামনে এবং পরে মিশর ও তুরস্কের দূতাবাসের সামনে কুরআন শরীফে আগুন দেয় দুই যুবক। তারা নিজেদেরকে ড্যানিশ প্যাট্রিয়টস নামের একটি উগ্রবাদী খ্রিস্টান সংগঠনের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। এ সময় খ্রিস্টান যুবকদেরকে পবিত্র কুরআনকে ফুটবলের মতো লাথি মারতে দেখা যায়। ঘটনাটি তারা নিজেরাই ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করেছে।

পৃথিবীতে এতো কাজ থাকতে তারা পবিত্র কুরআন পুড়ানোকেই তাদের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মানদণ্ডে পরিণত করলো কেন, এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। তাছাড়া এ কাজ তারা তাদের বাড়িঘর বা প্রতিষ্ঠানে করছে না, বরং মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র মিশর, ইরাক ও তুর্কিয়ের দূতাবাসের সামনে ঘটিয়েছে।

যদিও তারা আল্লাহ তা'য়ালা, রাসূল(ﷺ) ও ইসলামকে অবমাননা করা এবং কুরআনের মতো পবিত্র কালাম পুড়িয়ে মুসলিমদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করাকে বাকস্বাধীনতা বলছে; কিন্তু তারাই আবার সমকামিদের প্রতি কোন বিদ্বেষমূলক কথা বা কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আইনভুক্ত করছে। এটি তাই ইউরোপীয়দের যুগ যুগ ধরে লালিত ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কি হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1.এবার ডেনমার্কে তুর্কি ও মিসরীয় দূতাবাসের সামনে পোড়ানো হলো কোরআন - https://tinyurl.com/bdfbehzs

---

২৯শে জুলাই, ২০২৩

আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে মালিয়ান সামরিক ব্যারাক: হতাহত অন্তত ৪০ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি রাজ্যে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেনা ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় মালিয়ান সেনাবাহিনীর অন্তত ৪০ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা গত ২৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় মালির মোপ্তি রাজ্যের ডিজেনি জেলায় একটি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন।

অভিযানটি রাজ্যের কওয়াকুর শহরে মালিয়ান সেনাবাহিনীর গুরত্বপূর্ণ একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে মালিয়ান সেনাবাহিনীর অন্তত ১৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ২৫ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গেলে সামরিক ব্যারাক ও এর আশপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সেই সাথে বিদেশি সমর্থিত জান্তা সেনাদের কয়েকটি সাঁজোয়া যান জব্দ করেন এবং ১৩টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এছাড়াও ঘাঁটি থেকে ১৪টি ভারী অস্ত্র, ২টি মর্টার, ৪টি দুশকা, ৩টি বেকা, ৫টি কালাশনিকভ, ৫টি পিস্তল এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ বোঝাই একটি সামরিক যান উদ্ধার করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে প্রতিরোধ বাহিনীর সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, অভিযানটি প্রথমে একটি ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছিল। এরপর ইনগিমাসী যোদ্ধারা ঘাঁটিতে ঢুকে আগ্নিয়াস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালান। ফলশ্রুতিতে অন্তত ১২ সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ সামরিক ব্যারাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন। অভিযানে জেএনআইএমের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং অন্য ৩ জন যোদ্ধা আহত হন।

মার্কিন আগ্রাসন এবং ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে তালিবান উপ-প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

আইইএ উপ-প্রধানমন্ত্রী মৌলভি আব্দুল কবির (হাফি.) গত ২০ জুলাই স্থানীয় প্রবীণদের এক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে তিনি বক্তৃতাকালে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, "বিশ্বের অত্যাচারী ও অহংকারী শক্তি, যারা আফগানিস্তানে ইসলামী ব্যবস্থার টিকে থাকা পছন্দ করেনি, তারা ওসামাকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তিনি চলে গেলেও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এখানে আগ্রাসন ছিলো অনিবার্য।"

তিনি বলেন, "আপনাদের এমনটা বলা উচিত নয় যে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন একজন ব্যাক্তির কারণে আফগানিস্তানকে সমস্যায় ফেলেছে। প্রথমত, ওসামা বিন লাদেন আমাদের একজন সম্মানিত মেহমান। এই মুসলামানের বিষয়ে আমাদের আমিরুল মুমিনিনের সিদ্ধান্ত ছিলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সম্মানের। এটি আমাদের পুরো জাতির জন্যেও সম্মান ও গৌরবের। তিনি ইসলামের ইতিহাসে একজন মুসলমানকে কাফেরদের হাতে তুলে দিয়ে মুসলমানদের অসম্মান করেন নি। তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেননি যা আমাদের জন্য ইসলামি ইতিহাসে লজ্জার ও তিরস্কারের বিষয় হয়ে থাকতো।"

"আমাদের জানা ও বোঝা উচিত যে, পশ্চিমাদের সমস্যা হচ্ছে ইসলামি শাসনব্যবস্থা। ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন যদি পশ্চিমাদের শর্ত মেনে নিতো এবং তাদের হুমকির সামনে বশ্যতা স্বীকার করতো, এমনকি এই মুসলিম বীর স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছেড়ে চলেও যেতেন, তথাপি এই শাসনব্যবস্থা উৎখাত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো ও তার অন্য মিত্রদের আক্রমণ অনিবার্য ছিল। আর এটি নিশ্চিতভাবে ঘটেছেও।"

মৌলভি কবির আরও বলেন, “মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের নেতৃত্বে যে ইসলামি আন্দোলনের জাগরণ উঠেছিল, তা দেশকে হানাদারমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত করেছে। আপনারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আমাদের বর্তমান আমিরুল মুমিনিন শায়খুল হাদীস মৌলভি হিবাতুল্লাহও (হাফি.) মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের মতো ধর্মপরায়ণ, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী। তিনিও অন্যদের হুমকির কাছে নতি স্বীকার করেন না!

সর্বশেষ তিনি বলেন, "আমরা চাই না যে আফগানিস্তান বিশ্বের সাথে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াক। আমাদের নীতি হল আফগানিস্তান শান্তিপূর্ণ থাকবে, আমরা আমাদের দেশকে পুনর্গঠন করব এবং আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করব। তবে আমরা কখনোই আমাদের ইসলামী ও জাতীয় মূল্যবোধকে ত্যাগ করব না।"

পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে ভারতে রোহিঙ্গা শিশুর মৃত্যু

ভারতীয় পুলিশের ছোড়া টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে এক রোহিঙ্গা শিশুর নির্মম মৃত্যু হয়েছে। গত ১৮ জুলাই ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের কাতুয়া জেলার হিরানগরে অবস্থিত একটি শরনার্থী ক্যাম্পে এই ঘটনাটি ঘটে। মূলত এটি কোন ক্যাম্প নয়, এটি ছিল একটি পুরোনো কয়েদখানা। চীনা নীতির আদলে এ কয়েদখানায় অন্তত ২৭০ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে আটকে রাখে ভারতীয় পুলিশ।

রোহিঙ্গা হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভের (আরএইচআরআই) বিবরণ অনুসারে, গত ৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জম্মুর মৌলানা আজাদ স্টেডিয়ামে বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের কথা বলে ১৬৮ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বেআইনিভাবে আটক করে। অথচ এদের প্রায় সবার কাছেই জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ছিল। এরপর আরও বেশ কিছু রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে একইভাবে আটক করে কয়েদখানায় আটকে রাখে পুলিশ। গত দুই বছর ধরে তাদের এভাবে রাখা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে গত ঈদুল আজহার পর থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল নিপীড়িত রোহিঙ্গারা। কিন্তু এই বন্দী দশা থেকে মুক্ত হবার কোন উপায়ান্ত দেখছিল না তারা। তাই বাধ্য হয়ে নিজেরাই মুক্ত হবার জন্য জেল-পালানোর চেষ্টা করেছিলেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। এ সময় পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে বেশ কিছু রোহিঙ্গা মুসলিম আহত হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচ মাসের এক শিশুও ছিল।

শিশুটি কাঁদানে গ্যাসে গুরুতর আহত হয়েছিল। জরুরী চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন চিকিৎসা সেবা মেলেনি। ফলে গত এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ থাকার পর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে নির্মম মৃত্যু হয় তার।

https://twitter.com/Unofficialibbo/status/1683054145207668736

ভারতে ক্রমাগত মুসলিম বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণহত্যা থেকে রেহাই পেতে ভারত ও কাশ্মীরে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারাও এ বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে। প্রতিনিয়ত হয়রানি ও জেল-জুলুমের শিকার হচ্ছেন তারা। গত এক সপ্তাহে নতুন করে আরও ৭৪ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বন্দী করেছে ভারতীয় পুলিশ।

তথ্যসূত্র:

---

1. Baby dies after teargas fired at Rohingya trying to escape Indian detention centre - https://tinyurl.com/4983eszs

2. India police arrest 74 Rohingya refugees in latest crackdown - https://tinyurl.com/4zj9ra4z

মালিতে ওয়াগনার ঘাঁটিতে ধ্বস নামাচ্ছে আল-কায়েদার অ্যাম্বুশ ও শহীদি অভিযান

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মুসলিমরা পুরোদস্তর প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, যার আগ্রভাগে রয়েছে আল-কায়েদা। দেশটিতে প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জেএনআইএম ধারাবাহিক অভিযানে সামরিক জান্তা সরকারের পাশাপাশি রাশিয়ান ওয়াগনার বাহিনীর ঘাঁটিগুলোও গুড়িয়ে দিচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, মালিতে ৪ দিনের ব্যবধানে রাশিয়ার ওয়াগনার বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে অ্যাম্বুশ ও ২টি শহীদি অপারেশন পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম যোদ্ধারা। এতে সামরিক ঘাঁটি দুটির অনেক অংশই ধ্বসে যায় এবং কয়েক ডজন ওয়াগনার সৈন্য নিহত হয়।

জেএনআইএম যোদ্ধারা তাদের প্রথম শহীদি অপারেশনটি গত ২১ জুলাই শুক্রবার সকালে পরিচালনা করেন। অভিযানটি সেগোউ রাজ্যের বোকা-উইরী এলাকায় ওয়াগনার ও মালিয়ান সামরিক বাহিনীর যৌথ একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে গাড়ি ভর্তি শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা ঘাঁটিতে ইস্তেশহাদী হামলা চালান। এর পরপরই ইনগিমাসী যোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে বহু সংখ্যক ওয়াগনার ও জান্তা সৈন্য হতাহত হয়। সেই সাথে সামরিক ঘাঁটি ও এর ভিতরে থাকা অনেক সাঁজোয়া যান এবং মজুদ করা প্রচুর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন গত ২৪ জুলাই সোমবার। মালির মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সেগোউ রাজ্যের মোলোডো এলাকায় 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা ওয়াগনার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করতে বোমা-বোঝাই ২টি গাড়িতে ইস্তেশহাদী যোদ্ধাদের প্রেরণ করেন। বিস্ফোরক ভর্তি প্রথম গাড়িটি ঘাঁটির লক্ষ্যবস্তু করা স্থানে পৌঁছে সফলভাবে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ঘাঁটিতে বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও শত্রুদের মধ্যে অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় গাড়িটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরে তা আল্লার ইচ্ছায় বিস্ফোরিত হয়নি। ফলে গাড়িটিতে থাকা ২জন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ মেশিনগান ও গুলাবারুদ নিয়ে ঘাঁটিতে নেমে পড়েন এবং অবশিষ্ট ওয়াগনার ভাড়াটে সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে অনেক ওয়াগনার সৈন্যকে হত্যা এবং আহত করেন।

'জেএনআইএম' এর মিডিয়া সূত্র উল্লেখ করেছে যে, এই অভিযানের জন্য ঘাঁটিতে ৪ জন মুজাহিদ প্রবেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ২ জন প্রথম বিস্ফোরণের সময় শাহাদাত বরণ করেন। বাকি দুজন মুজাহিদ গাড়ি থেকে নেমে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন। একপর্যায়ে তাঁদের একজন শাহাদাত বরণ করেন এবং অন্যজন ঘাঁটি থেকে জীবিত ফিরে আসেন।

অন্যদিকে, মালিয়ান সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে, আল-কায়েদার এই অভিযানে ঘাঁটিতে থাকা মাত্র ১ সৈন্য নিহত হয়েছে এব ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। বিপরীতে আল-কায়েদার ১০ জন নিহত হয়েছে বলেও দাবি করা

হয়েছে। অথচ আল-কায়েদা জানিয়েছে যে, ২টি গাড়ি নিয়ে তাদের ৪ জন যোদ্ধা এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল এবং একজন নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

উল্লেখ্য যে, রাশিয়ান ভাড়াটে সৈন্যরা মালিতে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর সাথে সাথে এই অঞ্চলে অনেক গণহত্যা চালিয়েছে। এসব গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন হাজারো নিরপরাধ বেসরকারি নাগরিক। বেসামরিক মানুষ হত্যা নিয়ে সময়ে সময়ে জাতিসংঘও বাধ্য হয়েছে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে।

আর বর্তমানে দেশটিতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর আক্রমণের প্রধান টার্গেট হয়ে উঠেছে ওয়াগনার।

২৬শে জুলাই, ২০২৩

আফগানিস্তানে মূল্যস্ফীতির হার কমে শূন্যের নিচে

জুলাই মাসের শুরুতে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ট্রেডিং ইকনোমিকসের সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে আফগানিস্তানকে এমন দেশগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেখানে অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতির হার নেতিবাচক স্তরে পৌঁছেছে। প্রকাশিত এই তালিকায় আফগানিস্তান সবচেয়ে উন্নত, শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়েই এগিয়ে রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, আফগানিস্তানে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে কম এবং স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তবে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমার হার বেশি ছিল।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এবছর এপ্রিল ও মে পরপর দুই মাসের মূল্যস্ফীতি আগের মাসের তুলনায় নিম্নগামী ছিল। এপ্রিল মাসে আফগানিস্তানের মূল্যস্ফীতি ছিল (-১%), যা মে মাসে আরও কমে (-২.৮) হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতির হারের এই তালিকায় আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে আফগানিস্তান। একইভাবে প্রতিবেশী ও এশিয়ার দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চীন, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে আফগানিস্তান।

চলতি অর্থবছরে প্রথমবারের মতো অর্থ মন্ত্রণালয় এই তথ্যও জানিয়েছে যে, আফগান মুদ্রার বিপরীতে ডলার তার মূল্য হারিয়েছে এবং আফগানির মূল্যমান একটি স্থায়ী স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছেছে। অনেক এশিয়ান দেশের প্রতিনিধিই এব্যপারে একমত হয়েছেন যে, আফগানি এই অঞ্চলের একমাত্র আর্থিক ইউনিট যা স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে এবং ডলারের বিপরীতে এর মূল্য বাড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

---

1. Afghanistan Inflation Rate - https://tinyurl.com/2x36yj9e

2. Consumer prices in Afghanistan fall, first deflation since 2021 - https://tinyurl.com/z6dr4epw

---

দখলদার ইথিওপিয়ান সৈন্যের বিরুদ্ধে এবার ভারি অভিযান শাবাবের

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান সৈন্যদের লক্ষ্য করে ভারি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ইথিওপিয়ার অন্তত ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২৫ জুলাই মঙ্গলবার সকালে সোমালিয়ার বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ জেলায় দখলদার ইথিওপিয়ান সৈন্যদের লক্ষ্য করে একটি অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়েছে। ইথিওপিয়ান সৈন্যরা যখন ওয়াজিদ বিমানবন্দরে অবতরণ করা একটি বিমান থেকে সরবরাহ সামগ্রী নামাচ্ছিল, ঠিক এর পরেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

এদিকে এই অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করে একটি বিবৃতি জারি করে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। বিবৃতি অনুযায়ী, ইথিওপিয়ান সৈন্যরা সরবরাহ নামানোর পর যখন ক্যাম্প থাকে বেরিয়ে আসে, তখনই মুজাহিদগণ সৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। আর তাতে ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৮ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এরপর কয়েকজন গুরুতর আহত সৈনিককে নিয়ে বাকিরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আহতদের মধ্য থেকে আরও ২ সৈন্য মারা গেছে বলে জানা যায়।

লক্ষণীয় যে, এই অভিযানটি ওয়াজিদ বিমানবন্দর এবং ইথিওপিয়ান সেনা ঘাঁটির মধ্যবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল, যা ইথিওপিয়ান সৈন্যদের দ্বারা কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত একটি এলাকা ছিলো।

শাবাব মুজাহিদিন এখন শত্রুর কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকাগুলোতেও নিয়মিত অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

আদর্শ ও সুস্থ সমাজ গঠনে তালিবানের ভূমিকা পশ্চিমা মিডিয়ায় উপেক্ষিত

২০২১ সালের আগস্টে তালিবান যোদ্ধারা আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করেন। সমাপ্তি ঘটান বিশ বছরের দীর্ঘ এক যুদ্ধের। তালিবান যোদ্ধারা তখন দেশটির প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে

পূণরায় ইমারাতে ইসলামিয়ার ধারাবাহিকতা ঘোষণা করেন; প্রথমবার যা ১৯৯৬ সালে শুরু হয়ে ২০০১ সালে মার্কিন আগ্রাসনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

আফগানিস্তানে পূণরায় তালিবান কর্তৃক দেশের শাসনভার গ্রহণ করাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখেনি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের প্রায় মিডিয়াই। পুরো সময়টা জুড়েই মিডিয়াগুলোর প্রচারনা ছিলো ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে এসব মিডিয়ায় জায়গা পায়নি আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের হিসাব, যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক কোনো পরিসংখ্যান। জায়গা পায়নি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পুতুল সরকার কর্তৃক দেশটিকে অর্থনীতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার পর মানুষ যখন খাবারের জন্য হাহাকার করছিল তখন দেশটির রিজার্ভ আটকে রাখার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ।

আবার, এহেন পরিস্থিতিতে তালিবান সরকার কর্তৃক আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কোনো কিছুই উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায়।

যেমন, তালিবান সরকার কর্তৃক দেশে চিকিৎসালয়, শিক্ষালয় ও আবাসন নির্মাণ, কর্মসংস্থান তৈরি, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজলভ্য করণ এবং দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে তেল ও খনিজ সম্পদের মজুদ প্রক্রিয়াকরণ, কয়েকটি দেশের সঙ্গে শুরু হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্য ইত্যাদি; এ ধরনের বিষয়গুলোতে কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি মিডিয়া আউটলেটগুলো।

বিপরীতে পশ্চিমা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার জন্য আফগানিস্তানের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পশ্চিমাদের নিজস্ব অনুমান দ্বারা সংজ্ঞায়িত কথিত নারী অধিকারের নামে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ বন্ধ করা, ইসলামি অনুশাসনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস ও নিষিদ্ধ করার বিষয়গুলো। যদিও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নারীদের মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করে তালিবান সরকার, তবে সকল মাদ্রাসায় নারীদের শিক্ষাকার্যক্রম চলমান ছিল; অনেক প্রদেশে চলমান ছিল নারীদের মাধ্যমিক স্কুলও।

আবার নারীদের নিয়ে বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন, নারীদের জন্য নামমাত্র খরচে নারীদের মার্কেটে দোকান বরাদ্দ দেওয়া, অসহায় নারীদের ব্যবসা শুরু করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান এসব সংবাদ কখনোই স্থান পায়নি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায়।

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তার মনোভাব ছিলো স্পষ্ট। সাংবাদিকরা ইমারাতের একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, এই পরিস্থিতিতে সঙ্গীতশিল্পীরা কী করবেন?
তখন উক্ত কর্মকর্তা উত্তর দিয়েছিলেন "তাদের এমন একটি চাকরি খুঁজে পাওয়া উচিত যা তাদের জন্য হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

সম্প্রতি ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের "ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ" মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গান-বাজনার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে অভিযান চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে গজনি সহ

বিভিন্ন প্রদেশে তল্লাশি এবং জনসচেতনতা তৈরি করতে কাজ শুরু করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে "ইসলামী শরীয়তে এধরণের সঙ্গীতের কোন স্থান নেই।"

একই বিবৃতিতে এটাও বলা হয়েছে যে, এসব বাদ্যযন্ত্রের মালিকদের পরামর্শ এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তারা যেনো এধরণের নিষিদ্ধ গান-বাজনা না করেন এবং হালাল রিজিকের অন্বেষণ করেন।

উপরোক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজধানী কাবুল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জব্দ করা বাদ্যযন্ত্রগুলোকে পুড়িয়ে ধ্বংস করার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের শেয়ার করা ছবিগুলিতে বলা হয়েছে যে, "এসব বাদ্যযন্ত্র, ক্যাসেট এবং অনুরূপ জিনিসগুলো সমাজের নৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে এবং তরুণদের বিকাশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। যার ফলে একটি বিকলাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠে।"

আর সার্বিক এই বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে প্রচার করে যাচ্ছে পশ্চিমা মিডিয়া ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া আউটলেটগুলো।

বিবিসির মতো অপর কিছু মিডিয়াও এমনকি তালিবান কর্তৃক মাদকের উৎপাদন ও বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণের বিষয়টিকেও নেতিবাচকভাবে প্রচার করার প্রয়াস চালিয়েছে। পপিক্ষেত ধ্বংস করার ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যা দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করবে, দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিবে, পশ্চিমা দেশগুলোতে মাদকের মূল্যবৃদ্ধি ও মান কমে যাবে, পশ্চিমা দেশগুলোতে তখন অতিরিক্ত মাদক গ্রহণে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে - ইত্যাদি নানান অনুমাননির্ভর 'ক্ষতি'র তালিকা প্রকাশ করছে কথিত পশ্চিমা থিংকট্যাঙ্কগুলো।

অথচ এসকল সমস্যা যেন তৈরি না হয়, এজন্য তালিবান কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই চাষিদের জন্য পপি চাষের লাভজনক বিকল্প হিসেবে জাফরান ও গম চাষে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া দেশজুড়ে কৃষির সম্প্রসারণের জন্য কুসতিপার মতো বিশাল আকারের খাল খনন সহ বেশ কিছু মেগা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে তালিবান কর্তৃপক্ষ। এগুলোর কোনটিই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে স্থান পাচ্ছে না পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায়।

ময়দানের যুদ্ধ তালিবানের কাছে পরাজিত পশ্চিমারা এখনও তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক ও মিডিয়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

২৫শে জুলাই, ২০২৩

আল-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আরও একটি কৌশলগত শহর

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে মোগাদিশু প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরও একধাপ এগিয়ে গেলো আশ-শাবাব। সামরিক বাহিনীর দখলে থাকা কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর ও ২টি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা খ্যাত হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৩ জুলাই সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বে রাজ্যের কৌশলগত গোফ গাদুদ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। শহরটি বে রাজ্যের কেন্দ্রীয় বাইদোয়া শহর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, সেটিও আবার গত ১১ জুলাই থেকেই অবরোধ করে রেখেছেন শাবাব মুজাহিদিন।

আঞ্চলিক সূত্র জানায় যে, শাবাব যোদ্ধারা এদিন প্রথমে শহরে সরকারি বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় সোমালি সেনারা, অবশেষে ঘাঁটিগুলো ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তারা। সেনাদের এই পলায়নের মধ্য দিয়ে পুরো ঘাঁটি দুইটি সহ পুরো শহরটির আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এদিকে শহরটি পুনর্দখলের লক্ষ্য ভারী অস্ত্র সজ্জিত সোমালি সেনাদের একটি কনভয় শহরটির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পথিমধ্যেই তারা শাবাবের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়। সেখানে তাদের ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। আর বেঁচে থাকা ও আহত সৈনিকরা আগের মতোই পালিয়ে যায়।

আশ-শাবাব তাদের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাদেশিক রাজধানী বাইদোয়া শহরের এক ধাপ কাছাকাছি চলে এসেছে। শাবাব যোদ্ধারা বর্তমানে প্রাদেশিক রাজধানীর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল এবং রাস্তাগুলির নিয়ন্ত্রণ করছে, যেখানে এক মিলিয়নেরও বেশি জনগণ বসবাস করেন।

এটি লক্ষণীয় যে, আল-শাবাব সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই অঞ্চলে তাদের শক্তি এবং আক্রমণ বাড়িয়েছে। এভাবে পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু সরকারী বাহিনীকে কেন্দ্রীয় এলাকার আরও ভেতরের দিকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করছেন তাঁরা।

ব্রেকিং || মোগাদিশুর সামরিক কেন্দ্রে শহিদি হামলায় হতাহত ১৯৭ সেনা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর সুরক্ষিত এলাকায় সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। এতে অন্তত ৭৩ সেনা নিহত এবং আরও ১২৪ সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গতকাল ২৪ জুলাই সোমবার সকালে শক্তিশালী এক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠেছে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরের কাছে দেশটির পদাতিক বাহিনীর জেনারেল কমান্ডের

সদর দফতর জালে সিয়াদ মিলিটারি একাডেমিতে এই বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছে। এসময় সেখানে ২৫০ সেনা সদস্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

সূত্রমতে, আশ-শাবাবের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ এদিন মোগাদিশুর সবচেয়ে কড়া সুরক্ষিত স্থানগুলির মধ্যে একটি ঐ সামরিক একাডেমিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তিনি সরকারি বাহিনীর র‍্যাঙ্কে প্রবেশ করেন এবং সেখানে বিস্ফোরক ডিভাইসের সফল এই বিস্ফোরণটি ঘটান।

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারী বাহিনী জানিয়েছে যে, শাবাবের উক্ত অভিযানে প্রায় ২০ জন সৈন্য নিহত এবং ৭০ জন আহত হয়েছে।

অপরদিকে এই অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করে প্রদত্ত বিবৃতিতে আল-শাবাব জানিয়েছে যে, তাদের এই বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলে ২৫০ সৈন্য উপস্থিত ছিল। আর তাদের মধ্য থেকেই কমপক্ষে ৭৩ সৈন্য নিহত এবং ১২৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্ফোরণের পরে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোমালি সরকার। এই তদন্তের লক্ষ্য হচ্ছে, রাজধানীর এতো কঠোরভাবে সুরক্ষিত এমন একটি সামরিক কেন্দ্রে কীভাবে একজন শাবাব যোদ্ধা অনুপ্রবেশ করেছিলেন- তা খুঁজে বের করা।

তবে মুজাহিদদের বড় পরিসরের অভিযানগুলো সমরবিশারদদের কাছে একরকম রহস্য হয়েই থেকে যায়।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুলাই ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/07/25/63870/

২৪শে জুলাই, ২০২৩

সিরিয়া যুদ্ধ: বছরের প্রথমার্ধেই প্রাণহানির শিকার অন্তত ৫০০ বেসামরিক

সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস (SNHR) জানিয়েছে যে, সিরিয়ায় চলতি বছরের প্রথমার্ধেই বিবাদমান দলগুলোর হাতে ৫০০ জনেরও বেশি বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

SNHR-এর ২৯-পৃষ্ঠার রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে ৫০১ জন বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে কেবল জুন মাসেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ শিশু এবং ১৯ জন মহিলা সহ ১১৮ জন বেসামরিক নাগরিক।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই বছর সিরিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন ৫০১ জন বেসামরিক নাগরিকের মধ্যে ৫ শিশু এবং ৪ মহিলা সহ অন্তত ৬২ জনকে হত্যা করেছে আসাদ সরকার; আর দখলদার রাশিয়ান বাহিনী হত্যা করেছে ৫ বেসামরিক নাগরিককে। সেই সাথে মার্কিন বাহিনী হত্যা করেছে আরও ৩ জনকে।

প্রতিবেদনে আরও দেখানো হয়েছে যে, সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (এসএনএ) একজন শিশু এবং একজন মহিলা সহ ৯ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। একই সময় কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স (এসডিএফ) পাঁচ শিশু এবং দুই নারীসহ ২০ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। একই সময়ে তুর্কী সীমান্তরক্ষীদের দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছে অন্তত ১১ জন, আর জর্ডান বাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন আরও ৭ জন মুসলিম। এছাড়াও অন্যান্য পক্ষের হাতে ৬০ শিশু ও ৩৩ জন নারীসহ ৩৯৪ জন বেসামরিক নাগরিক হত্যার শিকার হয়েছেন।

প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের জুন মাসে সিরিয়ায় বিবদমান বাহিনীর হাতে ১৫ শিশু এবং ১৯ জন নারী (প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা) সহ ১১৮ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যার তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, বিস্ফোরণ, মাইন এবং অজানা আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে ২১১ জন বেসামরিক লোক মারা গেছেন। তাছাড়া ১০২ জন বেসামরিক ব্যক্তি এমন পক্ষের দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছেন, যাদের পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসাদ সরকার এবং তৎসংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া বাহিনী বিচারবহির্ভূত অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। এক্ষেত্রে অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন এবং অনেককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ভিকটিমরা সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন নাকি বন্দী আছেন তাও অজানা।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ ভুক্তভোগী পরিবার আসাদ শাসনের কাছ থেকে তাদের স্বজনদের মৃত্যুর বা বেঁচে থাকার কোন তথ্য পান না। এছাড়া শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে কথা বলতেও অনেক পরিবার এজন্য ভয় পাচ্ছেন যে, তাদেরকেও হয়তো বন্দী করা হবে বা নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হতে হবে। এরকমভাবে ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে নির্যাতনের কারণে একজন শিশু ও একজন নারীসহ মোট ২০ জন মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সিরিয়ায় বিবাদমান পক্ষগুলো বিশেষ করে আসাদ বাহিনী এবং ইরান সমর্থিত মিলিশিয়ারা এখনো শামের মুসলিমদের উপর নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে।

২২শে জুলাই, ২০২৩

মুম্বাইয়ের জলগাঁওয়ে ৮০০ বছরের পুরনো মসজিদে নামাজ নিষিদ্ধ

মহারাষ্ট্রে জলগাঁওয়ের এরন্দোলের তালুকদার জামে মসজিদে নামাজ পরার উপর অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ৮০০ বছরের পুরোনো এই মসজিদটি উত্তর মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয় এবং ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে নিবন্ধিত একটি সম্পত্তি। পান্ডবওয়াদা সংগ্রাম সমিতি নামে একটি অনিবন্ধিত ডানপন্থী সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় কালেক্টর তার আইনি এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই মসজিদটিতে নামাজ পড়ার উপর এই নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করেন। অথচ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াও মসজিদ ট্রাস্টের পক্ষ সমর্থন করেছে।

অভিযোগকারী প্রসাদ মধুসূদন ডান্ডাওয়াতে মে মাসের মাঝামাঝি জলগাঁও জেলা কালেক্টর আমান মিত্তালের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন। ডান্ডাওয়াতের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে জানা যায়, সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দলের সদস্য।

অভিযোগে ডান্ডাওয়াতে দাবি করেছেন যে, মসজিদটি একটি হিন্দু উপাসনালয়ের উপরে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি বেআইনি; রাজ্য কর্তৃপক্ষের উচিৎ মসজিদটির দখল নেওয়া। অভিযোগকারী আরও দাবি করেছেন যে, জুম্মা মসজিদ ট্রাস্ট জায়গাটি "অবৈধভাবে" দখল করেছিল।

এর প্রেক্ষিতে অভিযোগের শুনানিতে কালেক্টর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে একটি আদেশ জারি করে অবিলম্বে মসজিদ প্রাঙ্গনে ‘প্রার্থনা’ নিষিদ্ধ করেন। আদেশে কালেক্টর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করারও নির্দেশ দিয়েছেন। মসজিদটিকে "বিতর্কিত" সম্বোধন করে কালেক্টর তহসিলদারকে মসজিদের দায়িত্ব নিতে বলেছেন।

যদিও কালেক্টরের নিষেধাজ্ঞার আদেশটি অন্তর্বর্তী একটি আদেশ এবং বোম্বে হাইকোর্টের ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চে এইরকম আদেশ পাস করার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, কিন্তু জুম্মা মসজিদ ট্রাস্টের সদস্য জনাব আসলাম আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, কালেক্টরের এই নজিরবিহীন এবং পক্ষপাতমূলক আদেশ রাজ্যের পুরনো মসজিদটিকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক অস্বস্তির সূচনা করেছে।

জুম্মা মসজিদ ট্রাস্টের সদস্যরা দ্য ওয়্যারকে বলেছেন যে জুনের শেষের দিকে নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা দাবি করা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ট্রাস্ট কমিটির অ্যাড-হক সদস্যদের একজন জনাব আসলাম বলেছেন, “তখন কালেক্টর ইতিমধ্যে শুনানি পরিচালনা করছেন। একটি সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে আমাদের মামলা রক্ষা করতে বলা হয়েছিল এবং ১১ জুলাই কালেক্টর কেবল একটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছিলেন।"

মসজিদের ট্রাস্ট কমিটির পাশাপাশি ওয়াকফ বোর্ড এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকেও (এএসআই) নোটিশ জারি করেছিল কালেক্টর। তবে এএসআই ট্রাস্টের দাবিকে সমর্থন করে বলেছে যে এটি একটি প্রাচীন কাঠামো, ১৯৮৬ সালে এএসআইএর হস্তক্ষেপের পর থেকে মসজিদ চত্বরে আবারো নামাজ আদায় করা হতে থাকে।

এদিকে ওয়াকফ বোর্ডের ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জুনায়েদ সায়াদের স্বাক্ষরিত অভিযোগে বোর্ড আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ওয়াকফ বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও বিভাগকে

বোর্ডের অধীনে নিবন্ধিতদের সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা এই সম্পর্কিত বিরোধগুলি দেখার অনুমতি দেয় না। বোর্ডের সিইও মইন তহসিলদার দ্য ওয়্যারকে বলেছেন যে, কালেক্টরের এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করার সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই তার ক্ষমতার আওতার বাইরে। এটি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের আইনি এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছে। কালেক্টর এখানে আইন-শৃঙ্খলার দিকগুলি পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, বাকি সবকিছুর দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডের। সম্পত্তিটি ২০০৯ সাল থেকে বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত হয়েছে এবং সেই দিকটিতে কোনও অস্পষ্টতা নেই।"

জনাব তহসিলদার আরও বলেছেন, "আমরা অন্তর্বর্তী আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছি। এই বিষয়ে শুনানি ১৩ জুলাই নির্ধারিত ছিল কিন্তু পরে কালেক্টর শুনানি ১৮ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেন। অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশ পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইতিমধ্যে মসজিদ ট্রাস্ট প্রাক-স্বাধীনতার সময়ের নথি নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছে, যা বিভিন্ন সময়ে আদালতের আদেশ এবং ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক পাস করা হয়েছিল। ১৯৬০ এর দশকের পরেও নথিগুলির পর্যায়ক্রমে আপডেট করা হয়েছে এবং মসজিদটিকে একটি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে- এবিষয়টিও পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনকারীরা তাদের ন্যায্য শুনানি দিতে কালেক্টরের অনিচ্ছার বিষয়েও পিটিশনের অভিযোগে বলেছেন, "বিদগ্ধ কালেক্টর আবেদনকারীর কাছ থেকে কিছু শোনার মেজাজে ছিলেন না। ১১-৭-২০২৩ তারিখে আবেদনকারীকে কোনো সুযোগ না দিয়েই জলগাঁওের কালেক্টর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ এবং ১৪৫ ধারার অধীনে একটি আদেশ দিয়েছেন।"

ভারতের আইন-প্রশাসন এভাবেই হিন্দুত্ববাদী ধ্যান-ধারণা ও সংগঠনগুলোর সাথে একরকম একাকার হয়ে গেছে। তারা সকলে মিলে ইসলাম ও মুসলিম নির্মূলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যার সতর্কতা ইতিপূর্বে জারি করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

1. Jalgaon: Based on Right-Wing Activist's Complaint, Collector Bans Namaz at 800-Year-Old Mosque - https://tinyurl.com/297cwstx

- https://tinyurl.com/3477ew6u

'বিশ্ব যদি আমাদের নাও চেনে, তবুও এই ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে'

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজুদ্দীন হাক্কানি (হাফি.) সম্প্রতি রাজধানী কাবুলে আহমেদজাই উপজাতির নেতাদের সাথে একটি বড় সভায় অংশ নিয়েছেন। উক্ত সভায় খলিফা সিরাজুদ্দীন হাক্কানী (হাফি.) বলেছেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে কারো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। কেননা আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেকোন কিছু অর্জন করতে পারি।

সভায় অংশগ্রহণকারী উপজাতি নেতারা খলিফা সাহেবের আগমনে তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর আগমনকে এই সভা ও নিজেদের জন্য সম্মানজনক বলে অভিহিত করেন। তারা যোগ করেন যে, তাদের কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হল ইসলামী ইমারাতকে সমর্থন করা, ইসলামী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং এর হেফাজত করা।

এরপর সভায় বক্তৃতাকালে সিরাজুদ্দীন হাক্কানি প্রথমেই দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘ জিহাদে এই জাতির ত্যাগ ও তাদের ঐক্যের প্রশংসা করেন। সেই সাথে তিনি যোগ করেন যে, "এখানে আগেও উপজাতীয় কাঠামো ছিল, কিন্তু তাদের কেউ কেউ দখলদারদের আদর্শ বাস্তবায়ন করে এখানকার ঐক্য বিনষ্ট করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তান এখন দখলদার মুক্ত। এখন সময় এসেছে জাতিগুলোর একত্রিত হবার এবং একে অপরকে সমর্থন করার। দখলদারিত্বের অবসানের পর এই জাতি আরও ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে।"

জনগণের সমর্থনে একটি প্রশাসন কতটা সফল ও শক্তিশালী হতে পারে এবিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, "বিশ্বে সেই জাতিগুলোই সফল যাদের মাঝে ঐক্য আছে এবং সেই সরকারগুলোই সফল যাদের জনসমর্থন আছে। তাই আমাদের এই জাতির সদস্যরা যখন একে অপরকে সহ্য করবে, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে, তখন এই ব্যবস্থাটি আরও শক্তিশালী হবে।"

"আলহামদুলিল্লাহ্, আপনাদের মাঝে সেই ধৈর্য ও ঐক্য আছে। আপনারা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং জাতীয় স্বার্থকে গুরত্ব দিচ্ছেন। আপনাদের এই একতা ও সমর্থন থাকলে কারও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। বিশ্ব যদি আমাদের নাও চেনে, তবুও আমরা এই শক্তিশালী জাতির সমর্থনে সবকিছু অর্জন করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্।"

এবার টোগোতে সেনা কনভয়ে আল-কায়েদার অভিযান

পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো সীমান্তসংলগ্ন দেশ টোগোর উত্তরাঞ্চলীয় সাভানেস অঞ্চলে দেশটির একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে টোগোর সামরিক বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রের মতে, গত ১৮ জুলাই মঙ্গলবার বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণ সীমান্ত থেকে টোগোতে এই সামরিক অপারেশনটি চালানো হয়। অভিযানটি টোগোর সাভানেস অঞ্চলের কেপেন্ডজালে সেনাবাহিনীর একটি কনভয়

লক্ষ্য করে চালিয়েছেন ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ১২ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে। পরে আহতদেরকে দাপাং সিএইচআর শহরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনই এই অভিযানটি চালিয়েছে। জেএনআইএমের প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই অঞ্চলে স্থানীয়দের সমর্থন নিয়ে গত দুবছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তাদের এই জনসমর্থনের পিছনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই অঞ্চলে মুসলিমদের উপর সামরিক বাহিনীর অন্যায়, আত্যাচার আর জুলুম।

স্থানীয়দের সমর্থন আর সীমান্তের অপর পারে বুরকিনা ফাসোতে নিজদের মজবুত অবস্থানের কারণে সামরিক বাহিনীর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। বর্তমানে দলটি বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণ সীমান্ত থেকে টোগো এবং বেনিনে ছড়িয়ে পড়েছে, এসব অঞ্চলে তাঁরা দিনদিন সক্রিয় হয়ে উঠছেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি টোগোর রাষ্ট্রপতি গ্নাসিংবে ঘোষণা করেছে যে, দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্গুরাইট গনাকাড এবং সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ দাদজা মাঙ্গানাওয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে ২০২৩ সালের এপ্রিলে আমরা ৪০ জন সামরিক কর্মীকে হারিয়েছি এবং ভারী মূল্য দিয়েছি। আর একারণে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২০শে জুলাই, ২০২৩

ঝাড়খণ্ডে পুলিশ হেফাজতে মুসলিম যুবকের মৃত্যু

ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের বারহি থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মুহম্মদ আশফাক খান নামের এক মুসলিম যুবকের প্রাণ নাশের অভিযোগ উঠেছে। আশফাকের পরিবারের সদস্যরা জানায় যে, চুরির অভিযোগে তাকে সন্দেহবশত আটক করেছিল পুলিশ।

১৮ জুলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা ভিডিওতে আশফাকের এক বন্ধু জানান যে, আগের দিন (১৭ জুলাই) দুপুরে আমাদের মহল্লার পেছনে কিছু লোক দাবি করে যে এক তরুণ তাদের ঘরে চুরি করেছে। আর আমার বন্ধু আশফাক যেহেতু আগে একবার জেলে গিয়েছে, তাই তারা তাকে সন্দেহ করে। তারা এসে আশফাককে টেনে-হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে এবং প্রচুর মারধর করতে থাকে। এরপর তারা আশফাককে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। আর প্রশাসন তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়; তার পিতা-মাতাকেও তারা আশফাককে গ্রেফতার করার ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। থানায় তাকে রাতভর আটকে রাখা হয়, সেখানে তার সাথে সারারাত কি করা হয়েছে- এব্যপারে কেউ কিছুই জানে না।”

আশফাকের ঐ বন্ধু আরও বলেন, "পরদিন (১৮ জুলাই) সকালে ১১ টার দিকে আমি টিউশন থেকে আসার সময় দেখলাম যে, এলাকার হাসপাতালের কম্পাউন্ডার একটি লাশ আসার খবর জানিয়ে লোকদের লাশটি শনাক্ত করতে বলছে। যখন আমরা ওখানে গেলাম তখন দেখলাম যে পুলিশ-প্রশাসন চলে যাচ্ছে, আর ইতিমধ্যে আশফাককে মৃত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন তাকে এতো নির্দয়ভাবে মেরেছে যে, তার প্রাণ চলে গেছে।"

আশফাকের বাবা বলেন, "প্রশাসন আমার ছেলেকে মেরে ফেলে রেখে চলে গেছে। এখন আমরা ইনসাফ চাই। যে মেরেছে তার ফাঁসি চাই আমি।"

আশফাক খান তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন এবং তার আকস্মিক মৃত্যু তাদের বিধ্বস্ত করেছে। শোকের কারণে সঙ্কটজনক অবস্থায় থাকা তার মা অন্যান্য আত্মীয়দেরকে সাথে নিয়ে এখন তাদের প্রিয়জন হারানোর বিচার চাইছেন।

https://twitter.com/AshrafFem/status/1681270494832791552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681270494832791552%7Ctwgr%5E794ca5bccaf4411f900637518c8114e01d393a99%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindutvawatch.org%2Fmuslim-youth-allegedly-killed-in-police-custody-in-jharkhand-family-demands-justice-the-observer-post%2F

আশফাকের মা তার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমি বিধ্বস্ত; আমার ছেলে নির্মম মারধরের কারণে তার জীবন হারিয়েছে। আর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে হতাশা এবং অসহায় বোধ করছি।

স্থানীয় পুলিশ অবশ্য বলছে যে, তারা ঘটনার ও সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

তবে মুসলিম নিধনের অধিকাংশ ঘটনাগুলোই কেবল আশ্বাসবাণীর মধ্যে দিয়েই শেষ হয়ে যায়। মুসলিম হত্যার ন্যায়বিচার হওয়ার সাম্প্রতিকতম কোন উদাহরণ হিন্দুত্ববাদী ভারতে দেখা যায় নি।

তথ্যসূত্র:

1. Muslim Youth Allegedly Killed In Police Custody In Jharkhand, Family Demands Justice - https://tinyurl.com/4a2bzypt

2. Muslim Youth Allegedly Killed in Police Custody in Jharkhand, Family Demands Justice - https://tinyurl.com/bdfthj2c

3. video link

- https://tinyurl.com/4bnvnx48

কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ সুইডেনের সকল কার্যক্রম

পবিত্র ঈদ-উল আজহার দিন সুইডেনের স্টকহোমে একটি মসজিদের সামনে প্রশাসনের অনুমতিক্রমে পবিত্র কুরআনের মুসহাফ পুড়িয়েছে এক ব্যক্তি। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা বিক্ষোভ করে নিজ দেশের সরকারকে সুইডেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আহ্বান জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে ইমারতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান সর্বপ্রথম সুইডেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন।

গত ১১ জুলাই এক বিবৃতির মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় আফগানিস্তানে সুইডেনের সকল কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সুইডেনে পবিত্র কুরআন ও মুসলিমদের বিশ্বাসকে অপমান করার কারণে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানে সুইডেনের কার্যক্রম স্থগিত করা হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না তারা এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলিমদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, ততদিন এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ইসলামি ইমারতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এই নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য।

এছাড়াও বিবৃতিতে অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, সুইডেনের এমন অভদ্র কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান চায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও সুইডেনের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবে।

তথ্যসূত্র:

1. Statement of Islamic Emirate on the suspension of Sweden's activities in Afghanistan
- https://tinyurl.com/mrukf89p

১৯শে জুলাই, ২০২৩

কেনিয়ার ভূখণ্ডে শাবাবের সুইপিং অপারেশন: চলছে শহর ও এলাকা বিজয়

সোমালি-কেনিয়ান ফ্রন্ট লাইনে ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধ হারাকাতুশ-শাবাব আল মুজাহিদিন বড় ধরণের সামরিক আঘাত হানতে শুরু করেছে। কেনিয়ার মুল ভূখণ্ডের ভিতরেও এখন লাগাতার অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব গত ১৪ জুলাই স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩০ এর দিকে কেনিয়ার মুল ভূখণ্ডে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। কেনিয়ার মান্দেরা রাজ্যের ওয়ারগাদুদ শহরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই অভিযানটি শুরু করা হয়। এই অভিযানের প্রথম লক্ষ্যযুক্ত উক্ত সামরিক ঘাঁটিটি সোমালি ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

উক্ত সামরিক ঘাঁটিটিতে কেনিয়ান বাহিনীর দুটি সামরিক ইউনিট অবস্থান করেছিল। অভিযান শুরুর পরে কেনিয়ান বাহিনী ভারি ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ঘাঁটি থেকে পলায়ন করে, ফলে ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ আশ-শাবাবের হাতে চলে আসে।
ঘাঁটির অভ্যন্তরে থাকা সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামও জব্দ করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও অনেক সাঁজোয়া যান বিকল করে দেওয়ার পাশাপাশি এই শহরে কেনিয়ান সরকারের টেলিযোগাযোগ সুবিধাগুলোও ধ্বসিয়ে দেন তাঁরা।

এরপর শাবাব মুজাহিদিন রাতভর এই অঞ্চলে অবস্থিত কেনিয়ান বাহিনীর অন্যান্য ছোট-বড় সামরিক ঘাঁটিগিলোতে একযোগে বোমাবর্ষণ ও অতর্কিত অভিযান চালাতে থাকেন। এই অভিযানের ধারাবাহিকতায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা পরের দিন (১৫ জুলাই) দুপুর নাগাদ ওয়ারগাদুদ শহর এবং এর আশপাশের এলাকাগুলো সহ উক্ত অঞ্চলের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

এই যুদ্ধে আশ-শাবাবের হাতে নিহত এবং আহত হয়েছে অসংখ্য কেনিয়ান সৈন্য, যাদের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায় নি। কেননা গোটা মান্দিরা অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। রাজ্যটির আরও কয়েকটি এলাকাতেও একযোগে অভিযান চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, কেনিয়ার মাটিতে দেশটির শহর কেন্দ্রীক শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে শাবাবের প্রথম বড় আকারের কোনো অপারেশন ছিল এটি। এই অভিযানে শাবাবের শত শত প্রতিরোধ যোদ্ধা ভারী সব অস্ত্র শস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নিয়ে কেনিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন।

ইতিমধ্যে শাবাব যোদ্ধারা একের পর এক কেনিয়ান বাহিনীর ছোট-বড় কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি, ১টি শহর ও কয়েকটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। আর এসব এলাকায় অবস্থিত সরকারি সদর দফতর, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক ঘাঁটি ও সেনা চৌকিগুলো গুড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ এসব এলাকা থেকে কেনিয়ান সেনাবাহিনীর অনেক সামরিক যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

শাবাবের এই অভিযান পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে বলেই প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে এই অভিযান অত্র অঞ্চলে ইসলামি ইমারতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুলাই ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/07/19/63806/

১৮ই জুলাই, ২০২৩

বুরকিনান শিবিরে আল-কায়েদার অভিযানে ২৯ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর পরপর ৩টি অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির অন্তত ২৯ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা গত ৭ ও ৮ জুলাই বুরকিনান সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে ৩টি অভিযান পরিচালনা করছেন। এরমধ্যে প্রথম অভিযানটি চালানো হয় নমন্তিংগা রাজ্যের কাগো এলাকায়, যেখানে বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি সদর দফতর লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ অতর্কিত হামলা চালান। এতে বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ১৫ সদস্য নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়।

অপরদিকে 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ তাদের অন্য দুটি অভিযান পরিচালনা করেন গত ৮ জুলাই, দেশটির স্কোয়াড্রন রাজ্যের সামগা ও রুবিনি এলাকায়। অভিযান ২টি বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি সদর দফতর ও একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৪ সৈন্য নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ উক্ত অভিযানগুলো শেষে সামরিক বাহিনী থেকে ২২টি ক্লাশিনকোভ, ২২টি মোটরসাইকেল এবং ৩০টি বাক্স সহ আরও অনেক সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

বছরের প্রথমার্ধে ২০৬ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল দখলদার ইসরাইলী বাহিনী

চলতি ২০২৩ সালের শুরু থেকে গত জুন পর্যন্ত দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম হতাহত হয়েছেন। এদের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন এমন ফিলিস্তিনির সংখ্যা ২০৬ জন বলে জানা গেছে।

ইসরাইলি সৈনিকদের বিভিন্ন হামলায় এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনাকালীন সময়ে এসকল ফিলিস্তিনি মুসলিমরা নিহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিন তথ্য কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুস ও তুলকারিম শহরে ইসরাইলি সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আর এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন জেনিন শহরে; শহরটিতে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৬৪ জন। এছাড়াও ইসরাইলি বাহিনীর হামলার ফলে নাবলুসে ৪৬ জন এবং অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ৩৭ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

এমনিভাবে রামাল্লা শহরে ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন, হেবরনে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন, অধিকৃত জেরুজালেমে নিহত হয়েছেন ৮ জন এবং তুলকারিমে ৬ জন। এছাড়াও অন্য ৪টি এলাকায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও ১০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম। বাকিরা ইহুদিদের দখলকৃত রাজধানী তেলআবিব সহ কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে প্রাণ হারিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে মসজিদুল আকসা ভেঙে ইহুদিদের থার্ড টেম্পল নির্মাণের গুঞ্জন জোরেশোরে শুরু হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলি বাহিনীগুলোর আগ্রাসনও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এটিও লক্ষণীয় যে, আরব ও মুসলিম বিশ্বের নিরবতা এবং পশ্চিমাদের সমর্থনে ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতিরোধ যুদ্ধের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

মেজর ও কর্নেল পদমর্যাদা ২৯ কর্মকর্তা হতাহত : সোমালি বাহিনীর ভিত দুর্বল করে দেয়া অভিযান

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করে ইস্তেশহাদী অভিযান চালিয়েছে আশ-শাবাব। এতে মেজর ও কর্নেল পদমর্যাদা ২৯ জন কর্মকর্তা সহ আরও অনেক সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব গত ১৪ জুলাই সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি ইস্তেশহাদী অপারেশন পরিচালনা করেছে। রাজধানীর হোদান জেলায় অবস্থিত দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবনের একটি কম্পাউন্ড লক্ষ্য করে উক্ত অপারেশনটি চালানো হয়েছে। সামরিক এই কম্পাউন্ডটি এমন একটি এলাকায় অবস্থিত, যেখানে পশ্চিমা সমর্থিত সরকারী বাহিনীর সাথে যুক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বাড়ি রয়েছে।

আশ-শাবাবের সামরিক কমান্ডের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, উক্ত ইস্তেশহাদী অপারেশনে দেশটির ১ জন গভর্নর, ৪ জন কর্নেল, ৩ জন মেজর,১ ক্যাপ্টেন, ১ জন অবসরপ্রাপ্ত ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট সহ উচ্চপদস্থ অন্তত ১১ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। অপরদিকে আরও ২ জন জেনারেল, ২ জন কর্নেল, ৩ জন ক্যাপ্টেন এবং ৬ জন ফার্স্ট

লেফটেন্যান্ট সহ অন্তত ১৮ জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই অপারেশনে আহত হয়েছে। হতাহতের এই তালিকায় আরো অনেক সেনাসদস্যও রয়েছে।

আর এই অভিযানটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন কম্পাউন্ডে সোমালি সরকারের সিনিয়র সেনা কর্মকর্তারা কোনো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সেখানে একত্রিত হয়েছিল। তখন শাবাবের ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্সের একজন সদস্য একটি বিস্ফোরক ভেস্ট পরে সেনা কর্মকর্তাদের ভিড়ে ঢুকে পড়েন এবং তার সাথে থাকা বিস্ফোরকের সফল বিস্ফোরণ ঘটান। আর তাতেই পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হতাহতের এই ঘটনাটি ঘটে।

এক অভিযানে এতো সংখ্যক সেনা কর্মকর্তার মৃত্যু সোমালি বাহিনীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় স্পষ্টতই সোমালি বাহিনীর যুদ্ধের মনোবল ভেঙে দিবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করলো আমেরিকা-ইউরোপীয় ইউনিয়ন

সাম্প্রতিক ইউরোপের খ্রিস্টান প্রধান দেশ সুইডেন একাধিকবার পবিত্র আল-কুরআন পুড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় দেশটির নাগরিক থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ পর্যন্ত প্রকাশ্যে পবিত্র আল-কোরআনকে পুড়িয়ে ইসলাম বিদ্বেষ জানান দিয়েছে। গত কিছুদিন পূর্বে ঈদুল আজহার সময় ফের কুরআন পুড়ালে মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদ, বিক্ষোভে ফেটে পরে। ওআইসিভুক্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোও উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এরফলে গত ১১ জুলাই জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থায় (ইউএনএইচআরসি) এক জরুরি আলোচনা শুরু হয়। সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির ওপর একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে সংস্থাটি। প্রস্তাবটি পাস হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোর ভোট নেয়া হয়। ৪৭ সদস্য রাষ্ট্র বিশিষ্ট জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ২৮ টি রাষ্ট্র এই নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে এবং ১২ টি রাষ্ট্র এর বিপক্ষে ভোট দেয়। বাকি ৭টি রাষ্ট্র ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

https://archive.org/download/image-2_20230715/image-2.jpg
প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে ও ভোটদানে বিরত থাকা দেশগুলোর তালিকা, ছবি: আল-জাজিরা।

প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদানকারী দেশগুলো হলো- আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, বলিভিয়া, ক্যামেরুন, চীন, কিউবা, ইরিত্রিয়া, গ্যাবন, গাম্বিয়া, ভারত, আইভরি কোস্ট, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, মালাউই, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো, পাকিস্তান, কাতার, সেনেগাল, সোমালিয়া, দক্ষিন আফ্রিকা, সুদান, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।

উত্থাপিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল বেনিন, চিলি, জর্জিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, নেপাল ও প্যারাগুয়ে। অন্যদিকে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, কোস্টারিকা, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মন্টিনিগ্রো ও রোমানিয়া।

পক্ষে-বিপক্ষে ভোটের পর প্রস্তাবটি পাস হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর বিরোধিতা করে বলেছে, এ প্রস্তাবটি মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্বক কর্মকান্ডকে বাক-স্বাধীনতা বলে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সন্ত্রাসবাদ বা বিশ্বের জন্য হুমকি বলে আখ্যা দেয়। কথিত এই হুমকি মোকাবেলায় ইরাক-আফগানে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না তারা।

এমনিভাবে তাদের মত ও আদর্শের বিরুদ্ধে যাওয়ায় গত ৭৩ বছরে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩ কোটি মানুষ হত্যা করেছে অ্যামেরিকা। এমনকি তাদের দেশেও যারা বিশ্ববাসীর সামনে তাদের তথ্য সন্ত্রাসের মুখোশ খুলে দিয়েছে, তাদেরকেও ছাড় দেয় হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাবেক সদস্য এডওয়ার্ড স্নোডেনের কথা বলা যেতে পারে। তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন যে প্রিজম কর্মসূচির আওতায় ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট, ইয়াহু, ইউটিউব এবং অ্যাপলসহ বিভিন্ন ইন্টারনেট জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়েই তাদের সার্ভারে সরাসরি প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করে আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসআই) ও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। আর এরপরই তার ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন, দেশছাড়া হতে বাধ্য হন তিনি।

আজকের দিনে পশ্চিমা দেশগুলোতে বহু মসজিদ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং নিয়মিতই মসজিদগুলোতে ইবাদত করতে দেয়া হয় কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই। কিন্তু যখনই পবিত্র কুরআনের বিধান বা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, তখনই দুর্নীতি আর জুলুম-লুটপাটের উপর গড়ে উঠা ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার মসনদ হুমকি অনুভব করে। আর একারণেই হয়তো তারা কুরআনের প্রতি এতো বিদ্বেষ লালন করে; কথিত বাকস্বাধীনতার মোড়কে যে বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটে কুরআন পুড়িয়ে বা কুরআন পুড়ানোর অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

---

1. UN motion after Sweden Quran burning: How did your country vote?- https://tinyurl.com/2cv2x7wm

1. European states vote against Quran burning UN resolution - https://tinyurl.com/ys3ymm37

3. ৭৩ বছরে ৩ কোটি মানুষ হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র - https://tinyurl.com/yrdphsrv

১৬ই জুলাই, ২০২৩

আফ্রিকান ইউনিয়নের ছেড়ে যাওয়া শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে আশ-শাবাব

পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক জোট 'এইউ' (আফ্রিকান ইউনিয়ন) গত মাসে সোমালিয়ার ৭টি শহর থেকে নিজেদের সৈন্য প্রত্যাহার করেছে।প্রত্যাহারের সময় শহরগুলো সোমালি বাহিনীর কাছে হস্তান্তরের কথা জানানো হয়। তবে পরবর্তীতে জানা গেছে যে, ঐ শহরগুলো থেকে সোমালি বাহিনীকে হটিয়ে এখন এগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

গত ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার ভোরে এইউ'র ছেড়ে যাওয়া গেরিলি সামরিক ঘাঁটিতে অতর্কিত সামরিক অভিযান শুরু করেন আশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এখানে সোমালি সেনাবাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়, এক পর্যায়ে সোমালি বাহিনী নিজেদের জীবন বাঁচাতে সামরিক ঘাঁটি ও শহরটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে ততক্ষণে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে অনেক সৈন্য হতাহত হয়। সেনাদের পলায়নের পর সামরিক ঘাঁটি ও পূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। শহরটি থেকে গত জুন মাসের শেষ দিকে সেনা প্রত্যাহার করেছিল পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক জোট।

সূত্র মারফত জানা যায়, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় জিঝু রাজ্যের এই শহরটি কেনিয়ার সীমান্তবর্তী এবং কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। শহরটিতে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সড়ক রয়েছে, যেগুলো শহরটিকে সোমালিয়ার জিঝু, জুবা এবং কেনিয়ার মান্দিরা জেলার সাথে যুক্ত করেছে।

দুই দেশের সীমান্তের কৌশলগত এই শহরটি আশ-শাবাবের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর শহরটি শাবাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় অস্বস্তিতে রয়েছে সোমালি সরকার। কেননা হারাকাতুশ শাবাব 'এইউ' এর ছেড়ে যাওয়া ঘাঁটিটি ব্যবহার করে এই অঞ্চলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং জিঝুর প্রাদেশিক রাজধানী ও জুবা জেলা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

একই সাথে, শহর শাবাবের কাছে চলে যাওয়ায় অস্বস্তিতে পরে গেছে কেনিয়ান সেনাবাহিনীও; কেননা এই সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করে মান্দিরায় সামরিক অপারেশন জোরদার করবে আশ-শাবাব। ইতিমধ্যে এই মান্দিরা অঞ্চলে গত ১৪ দিনে শাবাবের পৃথক অভিযানে ৫০ এরও বেশি কেনিয়ান সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2023/07/IMG_20230714_004107_881-300x169.jpg
ম্যাপ – আশ-শাবাবের দখলকৃত শহর

এমনিতেও কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সম্প্রতি সামরিক অপারেশন বাড়িয়েছে আশ-শাবাব। এমনকি গত ১৩ জুলাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লামু অঞ্চলের সামিও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন শাবাব যোদ্ধারা।

এলাকাটিতে প্রথমে স্থানীয় খৃষ্টান মিলিশিয়াদের সাথে লড়াই শুরু হয় শাবাব যোদ্ধাদের। পরে এই সংবাদ এলাকাটির নিরাপত্তায় থাকা কেনিয়ান সেনাদের কাছে পৌঁছালেও, তারা মিলিশিয়াদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। উল্টো, তটস্থ কেনিয়ান সেনারা আশ-শাবাবের উপস্থিতি জানতে পেরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে সোমালি বাহিনী গত মঙ্গলবার সকালে শাবাব নিয়ন্ত্রিত আফমাদো অঞ্চলের হাগার জেলা দখল নেওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই আবারো শহরটি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। জেলাটি গত ১৬ বছর ধরে আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল।
সোমালি সেনারা ১১ জুলাই মঙ্গলবার সকালে শহরটির দিকে অগ্রসর হতে থাকলে শাবাব যোদ্ধারা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি ছেড়ে চলে যান। কিন্তু ১২ ঘন্টার ব্যবধানেই সোমালি সেনারা জানতে পারে যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা শহরটি চতুর্দিক থেকে অবরোধ করতে শুরু করেছেন। পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সেনারা তখন তাদের অনেক সংখ্যক সাঁজোয়া যান আর ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে রেখেই পলিয়ে যায়।

সোমালিয়ার যুদ্ধপরিস্থিতি এখন ঠিক এমন পর্যায়ে অবস্থান করছে যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যুদ্ধের সময় এবং স্থান নির্ধারণ করছে আশ-শাবাব, আর যুদ্ধ শুরু করছে পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী। এভাবে পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনীগুলো নিজেদেরকে শাবাবের পরিকল্পিত ফাঁদে ফেলে দেয়, আর তখন সবকিছুই যেন চলতে থাকে শাবাবের পরিকল্পনা অনুযায়ী। আবার যুদ্ধ শেষও হয় শাবাবের ইচ্ছা অনুযায়ীই, সোমালি বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় বা পলায়নের মধ্য দিয়ে।

১৫ই জুলাই, ২০২৩

হরিদ্বারে মুসলিম দম্পতির গাড়ি ভাংচুর করে আগুন দেওয়ার চেষ্টা

ভারতের উত্তরাখণ্ডে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় কানওয়াদিয়ারা উৎসবের যাত্রীরা এক মুসলিম দম্পতির গাড়ি ভাংচুর করে উল্টে দিয়ে তাতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কানওয়ারিয়া উৎসবের যাত্রীরা গুড় মান্ডি চত্বরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সাড়ে তিনটা নাগাদ গুড় মান্ডি থেকে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। গাড়িটি পিছনে ঘোরানোর সময় রাস্তায় অবস্থান নেওয়া এক কানওয়ার যাত্রীর গায়ে সামান্য লাগে। এই ছোট বিষয়ের কারণে গাড়ির চালক ও তার সাথে থাকা বোরকা পরিহিত মহিলাকে টেনে বের করে উপস্থিত হিন্দুরা।

ক্ষুব্ধ কানওয়ারিয়া যাত্রীরা মুসলিম গাড়ি চালককে প্রচণ্ড মারধর করে, লাঠিপেটা করে তাদের গাড়িও ভাংচুর করে। তারা এরপর গাড়িটি উল্টে দিয়ে সেটিতে আগুন দেওয়ার চেষ্টাও করে।

ঘটনার সময় পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত থাকলেও হিন্দুদের গাড়ি ভাংচুর করতে কোন প্রকার বাধাই দেয়নি। আবার হিন্দু কানওয়ারিয়া যাত্রীরা রাস্তা আটকিয়ে নাচানাচি করার সময়েও কেউ বাধা দেয় নি, না প্রশাসন না সাধারণ। পক্ষান্তরে রাস্তার ধারে কিংবা পাবলিক প্লেসে কোনো মুসলমান নামাজ আদায় করলেও পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুদের প্রতিটি উৎসবই কোনো না কোনোভাবে মুসলিমবিরোধী উৎসবে পরিণত হচ্ছে। উৎসবের সময় জড়ো হয়ে উগ্রবাদী হিন্দুরা মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাত এবং অন্যান্য স্থাপনায় হামলা করে থাকে নিয়মিত।

তথ্যসূত্র:

1. In Haridwar, a Muslim couple were almost lynched and the car they were travelling in was vandalised by the Kanwarias. - https://tinyurl.com/ms3d785k

2. video link: - https://tinyurl.com/32mzu2k2

জেনিনে ইসরাইলি হামলা, নিশ্চুপ বিশ্ব

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ও আল-আকসা মসজিদে মুসলিমদের ওপর ইসরাইলের হামলা এখন নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নতুনভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইহুদি বাহিনী, যার প্রত্যেকটি হামলা মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী। এসবের ফলে তিলে তিলে সর্বশান্ত হচ্ছে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা। এ জুলুমের যেন কোন শেষ নেই। আর এর সবকিছু এমন সময় ঘটছে যখন বিশ্ব সম্প্রদায় ফিলিস্তিনের ব্যাপারে গাফেল ও নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়।

সম্প্রতি ইসরাইল বাহিনী ফের বড়সড় হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনের জেনিনসহ কয়েকটি শহরে। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, একইসাথে বিমান ও স্থল বাহিনীর সাহায্যে জেনিন শরণার্থী ক্যাম্পসহ রামাল্লায় হামলা চালায় ইসরাইল। ১৫০টির মতো সশস্ত্র যান, ইসরাইলি বিশেষ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর ১০০০ সৈন্য এ অভিযানে অংশ নেয়। সেনাদের সহায়তায় ছিল ইসরাইলি পুলিশও। যার ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মতো তাছনছ হয়ে গিয়েছে জেনিন শহর। নিহত হয়েছেন ১২ জন ও আহত হয়েছেন অন্তত ১৩০ জন মুসলিম। গ্রেফতার করা হয়েছে অন্তত ৩০০ ফিলিস্তিনিকে, যাদের মধ্যে নারীও রয়েছে।

গত ৩ জুলাই থেকে টানা তিন দিন হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী। এসব হামলায় শহরটির রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন অবকাটামো নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে অন্তত ৮০০ বাড়িঘর। হামলায় তীব্রতায় প্রাণে বাঁচতে

শরনার্থী ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম। হামলার পর ক্যাম্পে ফিরে আসলেও তাদের এখন রাত কাটাতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1676224195800227845

জেনিন ফিলিস্তিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ১৯৪৮ সালে ইহুদিরা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে অনেক ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হন। এই বাস্তুচ্যুতদের অনেকেই জেনিনের শরণার্থী শিবিরে থাকেন। এখানকার ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি পুনরুদ্ধারে বেশ তৎপর রয়েছে। ফলে ইসরাইলি বাহিনী এই এলাকার মুসলিমদের দমনে বিভিন্ন কূটকৌশল ও সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে বহুবার। সর্বশেষ ২০০২ সালে জেনিনে বড় রকমের আগ্রাসন চালিয়েছিল ইসরাইল। ২০২৩ সালে এসে আবারো বড় আগ্রাসন চালালো ইহুদিবাদী ইসরাইল।

এক ফিলিস্তিনি যুবক ইসরাইলি বাহিনীর সাথে বন্ধুক যুদ্ধে জড়িয়েছে, আর এর ফলেই জেনিন সংঘাতের সূত্রপাত বলে দাবি করেছিল ইসরাইল। কিন্তু মিডল ইস্ট আই-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি সিসিটিভি ফুটেজ থেকে জানা যায় ফিলিস্তনি যুবক ছিল পুরোপুরি নিরস্ত্র। এ যুবকের নাম আব্দুর রহমান হারদান। জেনিনে দখলদার বাহিনী অভিযান চালালে ঐ যুবককে মৌখিক প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। এ সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে গুলি করে খুন করে। এরপর জেনিনে আগ্রসন শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী।

https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1678539600506257409

এবার শুধুমাত্র জেনিন শহরে আগ্রাসন চালিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি ইসরাইলি বাহিনী। বিমান হামলা চালিয়েছে অবরোধ করে রাখা গাজা উপত্যকায়। আগ্রাসন চালিয়েছে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে। এছাড়াও নিয়মিতই আল-আকসা গামী মুসল্লীদের ওপর চড়াও হচ্ছে ইসরাইল। সবশেষ গত এক সপ্তাহে ১৭ জন ও চলতি বছর ২০০ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

একদিকে ইসরাইল একটি অবৈধ ও দখলদার রাষ্ট্র। অন্যদিকে নিয়মিত সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে দেশটি। ফিলিস্তিনিরা যখনই এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে বা নিজ দেশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে ইসরাইল তখনই তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে দমন-পীড়ন করছে। পশ্চিমা মিডিয়া ইসরাইলের সাথে সুর মিলিয়ে ফিলিস্তিনিদেরকেই সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনে নজিরবিহীন জুলুম সত্ত্বেও পশ্চিমারা সবকিছুকে আত্মরক্ষার অধিকার বলে ইসরাইলকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Jenin Municipality: water and electricity nets have been destroyed while 800 houses have been completely or partially damaged during the 48-hour lsraeli aggression on Jenin camp - https://tinyurl.com/yjxrrr23

2. Thousands participate in the funeral of the 12 Palestinians killed by the lsraeli occupation forces within the last 48 hours during the lsraeli aggression on Jenin - https://tinyurl.com/2b8tsvhv

3. Within less than 24 hours, lsraeli occupation forces kill 4 Palestinians, and 200 since the beginning of 2023 - https://tinyurl.com/4xrjzhdh

4. lsraeli occupation forces detain more than 300 Palestinians in June - https://tinyurl.com/bdcvrnsr

5. lsraeli warplanes bomb several sites in Gaza Strip last night.

- https://tinyurl.com/3634pfva

অর্ধ-বছরে পাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে রেকর্ড ৩০৫ অভিযান, দাবি টিটিপির

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মাঝে লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এরই মাঝে চলতি ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩০৫টি অভিযান চালানোর তথ্য জানিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনীটি। এতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮৭১ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

গত ১ জুলাই তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) দেওয়া এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, টিটিপির মুজাহিদগণ চলতি ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি ইস্তেশহাদী অপারেশন সহ ছোট-বড় ৩০৫টি অভিযান পরিচালনা করছেন। প্রতিবেদনে দেখা যায়, এই সময়টাতে মুজাহিদ তথা প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ মে মাসে সর্বোচ্চ ৭৬টি অভিযান চালিয়েছেন এবং ফেব্রুয়ারিতে সর্বনিম্ন ২৬টি অভিযান পরিচালনা করছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি মাসে পাকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তত ৫০টি অভিযান চালানো হয়েছে।

এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৪টি অভিযান চালানো হয়েছে ডিআই-খান প্রদেশে, এরপরে বান্নুতে ৮৫টি এবং পেশওয়ারে ৬৫টি অভিযান চালিয়েছেন টিটিপি যোদ্ধারা। আর সর্বনিম্ন ১টি অভিযান চালানো হয়েছে সিন্ধ প্রদেশে।

টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত এসব অভিযানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ২ সদস্য বন্দীও হয়েছে, আর নিহত হয়েছে অন্তত ৩৮৭ সৈন্য। এর পাশাপাশি টিটিপি মুজাহিদিনের অভিযানে আহত হয়েছে আরও ৪৮৪ পাকি সৈন্য।
হতাহতের এই তালিকায় সেনা ও রেঞ্জার সদস্য রয়েছে ৩৭৯ জন, পুলিশ এবং সিটিডি সদস্য রয়েছে ২৮৩ জন, এফসি (সীমান্তরক্ষী) সদস্য ১৮৬ জন। আর গোয়েন্দা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্য রয়েছে ২৩ জন।

অভিযানগুলিতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ২৪টি সাঁজোয়া যান, ১২টি গাড়ি, ২৩টি গোপন নজরদারি ক্যামেরা, ১৩টি ভবন ও ৬টি মোটরসাইকেল ধ্বংস করা হয়েছে। অপরদিকে মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনী থেকে জব্দ করেছেন ২১টি ক্লাশিনকোভ, ৫টি পিস্তল, অন্যান্য ৮টি অস্ত্র, ৩টি মোটরসাইকেল এবং ১টি নাইট ভিশন সহ অসংখ্য গ্রেনেড ও বুলেট।

পাকি বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে টিটিপির এই অভিযানগুলো যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। কেননা একই সময়ে সীমান্তে আফগান তালিবানের সাথে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে নিয়মিত বিরতিতে। আবার কাশ্মীরেও স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তৎপরতা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই দৃশ্যমান।

মার্কিন গাড়িবহরে শাবাবের অ্যাম্বুশ

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে চলমান লড়াইয়ে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব মার্কিন সৈন্যদেরকেও সমানতালে লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে। গত মঙ্গলবার মার্কিন সৈন্যদের লক্ষ্য করে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর তাদের অ্যাম্বুশ করেছে দলটি। এতে অন্তত ৮১ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের আফমাদু শহরের উপকণ্ঠে এই লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে। শাবাবের অভিযানটি চালানো হয়েছে মার্কিন কমান্ডো ফোর্স ও সোমালি সরকারের স্পেশাল ফোর্সের একটি যৌথ সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে। অভিযানে শাবাব যোদ্ধারা প্রথমে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা (শহিদী অপারেশন) বিস্ফোরণ ঘটান, এরপর কনভয়টিকে কয়েক দিক থেকে অ্যাম্বুশ করেন তারা। শাবাবের এই অভিযানে মার্কিন কনভয়ে থাকা অন্তত ১০টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, আর বাকি গাড়িগুলো নিয়ে হতাহত সেনারা পালিয়ে যায়।

আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্বের এক বিবৃতি থেকে জানা গেছে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই অভিযানে এখন পর্যন্ত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ডিপুটি আহমেদ কার্নি এবং উচ্চপদস্থ আরও ৩ অফিসার সহ অন্তত ৩৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আরও ৬ অফিসার সহ ৪৩ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে; আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশংকাজনক।
স্থানীয় সূত্র দাবি করেছে যে, হতাহতদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল কমান্ডো ফোর্সের অনেক সৈন্যও রয়েছে; তবে তাদের সংখ্যা গোপন করেছে মার্কিন বাহিনী।

এদিন সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের জালআদ শহরের উপকণ্ঠে আরও একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। অভিযানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি কনভয় টার্গেট করে ২টি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। এতে ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়, সেই সাথে ৭ সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ সৈন্য আহত হয়।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ায় প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইরত মোগাদিশু সরকারী বাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, তুরস্ক, কাতার এবং আরব আমিরাত সহ কয়েকটি দেশ প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করেছে। সেই সাথে মার্কিন ড্রোন এবং তুরস্কের সশস্ত্র Bayraktar TB2 ড্রোনও আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর সম্মিলিত এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ সোমালি ভূমির উপর ইসলামি হুকুমত কায়েম করছেন। আফগানিস্তানের তালিবানের মতো শাবাব প্রশাসনও তাই হাল আমলের এক বিস্ময় হয়েই দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে।

১৪ই জুলাই, ২০২৩

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || জুন, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/07/14/63695/

১৩ই জুলাই, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বিশেষ বুলেটিন || জুলাই ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/07/13/63686/

১২ই জুলাই, ২০২৩

মুসলিম যুবককে জুতাপেটা করে হিন্দুদের পা চাটতে বাধ্য করল হিন্দুত্ববাদীরা

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে একজন মুসলিম যুবককে জুতাপেটা করে লাঞ্ছিত করেছে উগ্র হিন্দুরা। এমনকি আক্রমণকারী হিন্দুদের পা চাটতে বাধ্য করা হয়েছে তাকে। ঘটনাটি গোয়ালিয়র জেলার একটি শহর ডাবরায় ঘটেছে।

ঘটনার ভিডিও ৭ জুলাই শুক্রবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় এবং ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে চলছে, গাড়িতে চার-পাঁচজন বসে আছে। তারা ঐ মুসলিম যুবককে মারধর করে এবং তাকে তাদের বাবা বলে ডাকতে বাধ্য করে। তাকে তাদের পা চাটতে ধাক্কা দেয়।

এই ঘটনার মূল অভিযুক্তর নাম গোলু গুর্জার। সে মুসলিম যুবককে "গোলু গুর্জার বাপ হ্যায়" (গোলু গুর্জার আমার বাবা) বলতে বাধ্য করে। পাশাপশি মুসলিম ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করতে থাকে সবাই মিলে। ভিডিও ক্লিপটিতে আরও দেখা গেছে ঐ উগ্র হিন্দুরা বর্বর কায়দায় বারবার জুতা দিয়ে যুবকের মুখে আঘাত করছে।

প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে হামলার শিকার মুসলিম ব্যক্তির নাম মহসিন খান। তিনি ডাবরা তহসিলের জঙ্গিপুরার বাসিন্দা। গত এক সপ্তাহ ধরে বনমোরে তার মামার সাথে থাকেন। তিনি রাস্তায় গাড়িটির কাছে ঘোরাফেরা করছিলেন, তখনই তাকে গাড়িতে টেনে তুলে এমন অমানবিক ব্যবহার করে ঐ উগ্র হিন্দুরা। ভিডিওতে ধারণ করা ঘটনাটি আনুমানিক ৮ থেকে ১০ দিন পুরানো।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশ সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, যা মানবতার অবক্ষয়কে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এই ঘটনার আগে মাথায় সরাসরি মূত্রত্যাগের একটি নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটে। এরপর সিধি এবং শিবপুরীতে মুসলিমদের জাতিগত অবমাননা ও তাদের উপর সহিংসতার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছে জনসাধারণ। হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা গোটা ভারতেই এভাবে মুসলিমবিরোধী বিষবাষ্প হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Muslim Boy Assaulted and Forced to Lick Attackers' Feet in Gwalior, Madhya Pradesh - https://tinyurl.com/yc2bxrvp

2. video link - https://tinyurl.com/4yhfsxky

দুই মুসলিমকে গাছের সাথে বেঁধে মারধর ও "জয় শ্রী রাম" শ্লোগান দিতে বাধ্যকরণ

মহারাষ্ট্রে সোলাপুরে ঈদ উল আযহার সময় দুই মুসলিমকে কথিত গোহত্যার অভিযোগে বজরং দল সন্ত্রাসীরা মারাত্মক নির্যাতন করেছে। দুই মুসলিমকে একটি গাছের সাথে বেঁধে রেখে বজরং দলের সদস্যসহ একদল হিন্দু জোর করে "জয় শ্রী রাম" বলিয়েছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি তার হাসপাতালের বিছানা থেকে এক সাংবাদিকের সাথে কথা বলছেন। সেখানে তিনি তাদের উপর হওয়া ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এবং আঘাতের পরিমাণ জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী জানান, তিনি এবং তার বন্ধু ঈদুল আজহায় একটি গরু কুরবানী করার জন্য মাঠে বসেছিলেন। অন্য পশু কেনার সামর্থ্য না থাকায় তার নিজেরই একটি গরু জবাই করার নিয়ত করেছিলেন। হঠাৎ করে বজরং দলের মিলিশিয়ার সাথে যুক্ত ৩০-৪০ জনের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত শুরু করে।

ভুক্তভোগীর বিবরণ অনুসারে, হিন্দুত্ববাদীরা তাদের "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিতে বাধ্য করেছিল। তাদের কথা না মানা পর্যন্ত নির্যাতন অব্যাহত থাকে। তাদের লাঠি ও রড দিয়ে পিটিয়ে পিঠে,পায়ে ও মাথায় গুরুতর জখম করা হয়।

তিনি জানান, "যারা আমাদের উপর এমন নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তারা যে কোনও কিছু করতে দ্বিধা করবে না। তাদের কাছে আমাদের জীবন, পরিবারের নিরাপত্তা হুমকি মুখে রয়েছে।" তিনি হামলায় জড়িত হিন্দুদের নামও জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1. Solapur: Two Muslim Men Assaulted, Stripped, Tied to a Tree, Forced to Chant 'Jai Shree Ram' - https://tinyurl.com/3zmxk467

তেলেঙ্গানায় মসজিদে পাথর নিক্ষেপ ও মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান

ভারতের তেলেঙ্গানার গাজওয়েল শহরে স্থানীয় হিন্দু গোষ্ঠীর সদস্যরা মদিনা মসজিদের বাইরে জড়ো হয়ে হামলা ও ভাংচুর চালিয়েছে। প্রায় ৩০০ লোক মসজিদটির সামনে জড়ো হয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে। ঘটনাটি গত ৪ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে ঘটে।

ঘটনার আগের দিন স্থানীয় একটি শিবাজি মূর্তিকে মুসলিমরা অবমাননা করেছে- এমন অভিযোগ ছড়িয়ে পরলে হিন্দুরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি ৪৮ বছর বয়সী ইউসুফউদ্দিন টিএনএম মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় জানান যে, হিন্দুত্ববাদী জনতা আসার সময় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও তিনি সহ মসজিদের প্রাঙ্গণে মাত্র চারজন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "বিক্ষোভে অংশ নেওয়া হিন্দুরা পাথর নিক্ষেপ করেছিল এবং পাথর আমার পায়েও আঘাত করে।"

জনাব ইউসুফউদ্দিন সাহেব আরো বলেন, "আমাদের কাছে ঘটনার একটি ভিডিও রয়েছে। তারা মসজিদে আবর্জনা নিক্ষেপ করে এবং তেলেগু ভাষায় ইসলামোফোবিক স্লোগান দিতে থাকে। তারা বলছিল (মুসলিমরা) যদি হিন্দুস্তানে থাকতে চায় তবে তাদের হিন্দু হতে হবে।"

হিন্দুত্ববাদী জনতা ৪৫ মিনিট ধরে সেখানে অবস্থান করে ইসলাম বিদ্বেষী স্লোগান দেয়ার পাশাপাশি এবং মসজিদে পাথর ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ আসার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের বিক্ষোভ শিবাজি মূর্তির কাছে স্থানান্তরিত করে। ইউসুফউদ্দিন বলেন, পুলিশ তাদের সাহায্যের আহ্বানে সাড়া না দিলে অবস্থা খুবই ভয়াবহ হত। তিনি আরো বলেন, এরপর কী হবে তা নিয়ে আমরা ভীত।

ইউসুফউদ্দিন বলেছিলেন যে তাদের মসজিদের বাইরে হট্টগোল তৈরির বিষয়টি মূলত আরএসএস, বজরং দল এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অন্যান্য স্থানীয় সমর্থকদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। সিদ্দিপেটের পুলিশ কমিশনার এন শ্বেতাও বলেছেন যে, মসজিদের কাছে মুসলিম মালিকানাধীন স্থাপনায় পাথর ছোড়া হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

1. Tension in Gajwel: Hindutva mob circled mosque, alleges Masjid committee - https://tinyurl.com/2s4yn9vm

---

ঈদের দিন কুরবানি করায় আসামে মুসলিমদের বাড়িতে হামলা

গত ২৯ জুন বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুসলিমরা কুরবানি করেন, সামর্থবানদের উপর এ কুরবানি করা ওয়াজিব। তবে দুঃখজনক হল, আসামসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুদের বাধার কারণে ইচ্ছা এবং সামর্থ থাকার পরও অনেক মুসলিম কুরবানির ওয়াজিব আদায় করতে পারেন নি।

আসামের দক্ষিণ জেলার কাছাড়ের শিলচর শহরে অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছে। ঈদুল আযহার কুরবানি নিয়ে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের সহিংসতার বেশ কিছু ঘটনা ঈদের দিন থেকেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে।

মুসলমানরা ঈদের দিনে কোনো গরু কোরবানি করে কিনা তা দেখার জন্য হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্যরা শহরের মুসলিম বসতিতে টহল দিয়েছে। হিন্দুরা মুসলিমদের ঘরে ঘরে গিয়ে চেক করতে শুরু করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। যে মুসলিমরা কুরবানি করেছে, তাদের বাড়িতে হিন্দুত্ববাদীরা "ধারালো অস্ত্র এবং লাঠি" নিয়ে প্রবেশ করেছে।

পঞ্চায়েত রোডের স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বৃহস্পতিবার (ঈদের দিন) সকালে বজরং দলের সদস্যরা ওই এলাকার এক মুসলিম ব্যক্তির বাড়িতে গবাদি পশু জবাইয়ের অভিযোগে তদন্ত করতে ঢুকে পড়ে। তারা বাড়ির চত্বরে ভিডিও রেকর্ড করে এবং হট্টগোল তৈরি করে। বজরং দলের সদস্যরা "জয় শ্রী রাম" বলে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিতে শুরু করে। সদ্য বসতি স্থাপন করা হিন্দু জনসংখ্যার চাপে মুসলিমরা একরকম অসহায় হয়ে পড়েছেন সেখানে।

পঞ্চায়েত রোডের পাশের বাসিন্দা থানের আহমেদ বলেছেন, তার বাড়িতে বজরং দলের জনতা হামলা চালিয়েছে এবং তার ভাইকে আক্রমণ করেছে। আর হামলায় তিনি আহত হয়েছেন।

পঞ্চায়েত রোডে ঘটনার পরে বৃহস্পতিবার দিনটি কিছুটা শান্তভাবে চললেও, শুক্রবার সন্ধ্যায়ই আবার মুসলিমদের উপর হিন্দুরা হামলা শুরু করে। উগ্র হিন্দুদের ছোঁড়া পাথরের আঘাতে বেশ কয়েকজন মুসলিম আহত হয়েছেন।

একজন আহত মুসলিমের পরিবার শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (SMCH) থেকে বাড়ি ফিরার পথে শহরের তারাপুর এলাকায় আবারো হামলার শিকার হয়। সেখানে তাদের গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে হেনস্তা করা হয়, আহত করা হয় নারী সদস্যদেরকেও। পরে ঘটনাস্থলে থেকে আহত আয়েশা সুলতানা ও তার নাবালিকা কন্যাকে চিকিৎসার জন্য এসএমসিএইচে নিয়ে যায় পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, তাদের গাড়িতে হিন্দুরা হামলা চালায়।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, হামলাকারীরা সেখানে "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিতে থাকে এবং তাদের ধর্মকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপের পাশাপাশি পরিবারকে হুমকি দেয়। কাছারের এসপি নুমাল মাহাট্টা রিপোর্টকে জানিয়েছেন যে, ২৯ শে জুন এই ঘটনাটি ঘটেছে।

গবাদি পশু সংরক্ষণ আইন যেন মুসলিমবিরোধী হাতিয়ার

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে শিলচরের জনসংখ্যা ১৭২,৮৩০ জন, যেখানে ৮৬.৩১ শতাংশ হিন্দু এবং ১২.১৭ শতাংশ মুসলিম। এমন স্থানে মুসলিমদের উপর হামলার বিষয়টি পূর্ব পরিকল্পিত বলেই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া সবাই জানে যে, ধর্মীয় উৎসবের (ঈদ) সময় মুসলিমরা কুরবানি করবে। আর ঈদে গরু জবাই বন্ধ করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে ২৪ জুন শিলচর পুলিশের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় ভিএইচপি ও বজরং দল।

দক্ষিণ আসাম অঞ্চলের ভিএইচপির সভাপতি সান্তানু নায়েক বলেছে, “আমাদের সন্দেহ ছিল যে 'আসাম ক্যাটেল প্রিজারভেশন অ্যাক্ট' লঙ্ঘন করে ঈদে শিলচরে গরু জবাই করা হবে। তাই আমরা দাবি করেছি যে - হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় যাতে গোহত্যা না হয়, সেজন্য পুলিশকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তবে ভিএইচপি-র দাবির বিরোধিতা করে পঞ্চায়েত রোডের বাসিন্দা আহমেদ বলেন, “এটি গোহত্যার বিষয় নয়। আমরা যদি একটি ছাগলও কুরবানী করতাম, তাহলেও তারা এটা নিয়েও সমস্যা তৈরি করত। দেখুন, ঈদের (ঈদ-উল-আযহা) অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পশু কোরবানি এবং আমরা ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই স্থানেই এটি করে আসছি। কারণ আমাদের পরিবার এখানেই বসবাস করছে।”

তিনি আরও বলেন, “শিলচর এমন একটি জায়গা যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের মাঝেই বাস করে এবং প্রায় প্রতিটি এলাকার কাছাকাছি মন্দির রয়েছে। তাই মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গবাদি পশু জবাই না করার শর্ত মেনে ঈদের সময় কোরবানি দেওয়া সম্ভব নয়।”

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আসাম সরকার কর্তৃক গবাদি পশুর জবাই, ব্যবহার এবং পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য পাস করা আইনটি রাজ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। গবাদি পশু সংরক্ষণ আইন "প্রধানত হিন্দু, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য শাকাহারি সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত এলাকায়", বা যেকোন "মন্দিরের ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে" গরুর মাংস বা মাংসজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে।

তথ্যসূত্র:

1. In Assam, Hindutva groups raid Muslim houses on Eid to check on slaughtering - https://tinyurl.com/yck2daub

---

১১ই জুলাই, ২০২৩

সীমান্তে আরেক বাংলাদেশিকে খুন করলো বিএসএফ

আবারও এক বাংলাদেশিকে খুন করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। নিহত বাংলাদেশির নাম সুজন আলী। গত ৩ জুলাই পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হলে গত ৪ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ জুলাই রাতে ভারত থেকে গরু আনতে সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন সুজন সহ বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি। এ সময় বিএসএফ সদস্যদের ছোড়া গুলিতে সুজন গুলিবিদ্ধ হন। সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৪ জুলাই মৃত্যু হয় তার।

সীমান্তে পাচার রোধে বাংলাদেশিদের হত্যা করার অযুহাত দেখায় ভারত। অথচ সরকারি-বেসরকারি অনেক সূত্রই নিশ্চিত করেছে যে দেশটি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য বাংলাদেশে পাচার হয়। এসময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের বাধা প্রদান করার ব্যাপারে সেভাবে তথ্য জানা যায় না। কিন্তু খোদ বিএসএফ সদস্যরাই এসব পাচারে জড়িত থাকার বহু প্রমাণ নানান সময়ে পত্র-পত্রিকায় এসেছে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সীমান্তে অপরাধীদের গ্রেফতারের বিধান রয়েছে। ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে সীমান্তে এ আইন মেনে চললেও বাংলাদেশ সীমান্তে কখনই তা মানে না। বরং সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা করাকে নিয়মে পরিণত করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এর তথ্য অনুযায়ী এবছর মাত্র ছয় মাসেই ১১ বাংলাদেশিকে খুন ও ১৪ বাংলাদেশিকে গুরুতর আহত করেছে ভারত।

তথ্যসূত্র:

১। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত যুবকের মৃত্যু - https://tinyurl.com/537vxd24

২। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী ১১ বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে : আসক - https://tinyurl.com/2s4xw6pt

৩। বিএসএফের সহযোগিতায় বেনাপোল সীমান্ত পথে পাচার হচ্ছে মাদক ও অস্ত্র

- https://tinyurl.com/38367pbn

উত্তরপ্রদেশে পুলিশি নির্যাতনে মুসলিম যুবকের মৃত্যু

উত্তর প্রদেশের রাতাউল গ্রামের ২৬ বছর বয়সী মুসলিম যুবক সাজিদ পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত আঘাতের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন। ভিকটিমের স্বজনদের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, সাজিদকে একটি আম বাগানে বেআইনি জুয়া খেলায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাতাউল পুলিশ গ্রেপ্তার করে। হেফাজতে নেওয়ার পর রাতাউল পুলিশ পোস্টে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্মম মারধরের শিকার হয় বলে জানা গেছে।

আঘাতের তীব্রতার কারণে তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হয়। গুরুতর আহত হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ সদস্যরা সাজিদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে। পরে পুলিশ আহত সাজিদকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করে, যারা তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য খেকরার নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। তবে, গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই সাজিদ মারা যান।

সাজিদের ভাই শাহাবুদ্দিন দ্য অবজারভার পোস্টের সাথে কথা বলার সময় জানিয়েছেন, "তাকে আটক করেই মারধর করা হয়। এবং একটি মোটরসাইকেলের মাধ্যমে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বর্বরতা অব্যাহত ছিল। যখন আমরা যখন তার মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎ করি তখন সে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল। আমাদের কাছে দেওয়ার পরে আমরা অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মৃত্যুর খবর গ্রামে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যা মুসলিমদের মাঝে তাৎক্ষণিক আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।"

গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা চৌধুরী সাজিদের মতে, "একদল ছেলে একটি পার্কে তাস ও লুডু গেম খেলছিল। হঠাৎ পুলিশ এসে সাজিদকে শারীরিকভাবে মারধর শুরু করে। পরে তারা তাকে থানায় নিয়ে যায়। পরিবার তাকে আহত অবস্থায় থানা থেকে হাসপাতাল নিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল তাকে হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়।"

জনাব চৌধুরী বলেন, সাজিদ তিন সন্তানের পিতা এবং সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

পুলিশি বর্বরতায় মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী এবং আত্মীয়রা রাতাউল বাসস্ট্যান্ডে জমায়েত হয়, সেখানে তারা বিচারের দাবিতে সাজিদের প্রাণহীন দেহটি রেখে অবস্থান নেয়। বিক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে পরিবেশ ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নামে, সিও প্রীতা সিং, সিও রাকেশ কুমার শর্মা, সিও বিজয় চৌধুরী সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের এবং তিনটি থানার বাহিনীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। গ্রামবাসীরা, পুলিশি অসদাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রাস্তা অবরোধ করে। পরে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার বাহানায় সাজিদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ।

তথ্যসূত্র:

1.Muslim Youth Allegedly Tortured To Death By Police In Uttar Pradesh's Rataul (The Observer Post) -https://tinyurl.com/5ab5wd2z

---

আগ্রায় বাড়িতে ঢুকে মুসলিম যুবতীকে শ্লীলতাহানি

ভারতের উত্তর প্রদেশে এক মুসলিম বাড়িতে ঢুকে এক যুবতীকে শ্লীলতাহানী করেছে হিন্দুরা। এ ঘৃণ্য কাজে বাধা দেওয়ায় ঐ যুবতীর ভাই ও আত্মীয়দের পিটিয়ে আহত করেছে আগ্রাসী হিন্দুরা।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৪ জুন সন্ধ্যায়, ট্রান্স যমুনা থানার আওতাধীন একটি হিন্দু প্রধান এলাকায় চার হিন্দু যুবক জোরপূর্বক একটি মুসলিম বাড়িতে প্রবেশ করে। এরপর সে বাড়িতে ভাংচুর ও ১৮ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবতীকে শ্লীলতাহানি করে।

আক্রমণকারী হিন্দুদেরকে বাধা দেওয়ায় ঐ মুসলিম পরিবারের অন্য সদস্যদের উপরও আক্রমণ চালিয়েছে তারা। ঘটনার পর দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঐ হামলার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায় হামলাকারীরা লাঠি নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং বাড়িতে রাখা একটি মোটর সাইকেল লাথি দিয়ে ফেলে দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাড়ির মালিক জানান, দুষ্কৃতিকারিরা বিশেষভাবে তার যুবতী মেয়েকে টার্গেট করেছিল। ওরা মেয়েটির উপর হামলে পড়ে এবং তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এসময় বাধা দেওয়ায় বিশাল কুমার, সঞ্জয় কুমার, শীলু এবং ছোটু নামে চার হিন্দু বাড়ির অন্যান্যদের উপরও আক্রমণ চালায়। সেসময় আরও কয়েকজন হিন্দু বাড়ির বাইরে অবস্থান করছিল বলে জানান ঐ বাড়ির মালিক।

টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'হামলাকারীদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হবে। তারা আমাদের বাড়ি ভাংচুর করে এবং আমাদের বাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারে। আমার মেয়ের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমার দুই ছেলেও আহত হয়েছে। আমাদের যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

মেয়েটির ভাই বলেন, 'আমাদের বাড়ির বাইরে প্রতিবেশীরা জড়ো হলে হামলাকারীরা চলে যাবার আগে আমাদের হুমকি দিয়ে যায়। ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে আমাদের উপর তাদের আক্রমণ চলে। আমাদের উদ্ধারে কেউ এগিয়ে আসেনি। এলাকার একমাত্র মুসলিম পরিবার হওয়ার কারণে আমাদের টার্গেট করা হয়েছিল।'

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সুরাজ কুমার রায় বলেছে, 'চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলমান আছে। পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে।'

তথ্যসূত্র:

1.Muslim Family in Agra Targeted, Girl Sexually Assaulted as Four Men Attack Their Home

- https://tinyurl.com/mr299z59

শাবাবের আন্তঃসীমান্ত অভিযানে ৬ কেনিয়ান অফিসার নিহত, আহত ৮

কেনিয়ার সীমান্ত শহরগুলোতে নতুন করে সামরিক অপারেশন জোরদার করেছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সম্প্রতি দেশটির সীমান্তে অঞ্চলে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক অভিযানে কেনিয়ান বাহিনীর অফিসার সহ অন্তত ১৪ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের গত ৬ জুলাই তারিখে কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মান্দেরা রাজ্যের রামু এলাকায় চালানো এই অভিযানের তথ্য স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। অতর্কিত এই অভিযানটি কেনিয়ান সেনাবাহিনীর "কাউন্টার টেররিজম" ইউনিটকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল।

লড়াই চলাকালীন আশ-শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ান স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের অন্তত ৬ অফিসারকে হত্যা এবং আরও অনেককে আহত করতে সক্ষম হন। আশ-শাবাবের দেওয়া তথ্যমতে অভিযান শেষে কেনিয়ান বাহিনী কায়ো গ্রামটি ছেড়ে চলে গেছে।

এদিকে কেনিয়ান সেনাবাহিনী এই অভিযানে তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করেছে। তারা দাবি করেছে যে, শাবাবের হাতে তাদের ৫ অফিসার নিহত হয়েছে এবং আরও ৮ জন আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়ায় তাদের অভিযানের পরিমাণ বাড়িয়েছে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা এখন কেনিয়ার সরকার, সেনাবাহিনী, সামরিক কেন্দ্র, যোগাযোগ লাইন এবং লজিস্টিক রুটকে লক্ষ্য করে অভিযান চালাচ্ছেন। একই সময়ে, কেনিয়াতে অবস্থিত পশ্চিমা কেন্দ্র এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্যবস্তু করেও অভিযান চালাচ্ছে দলটি।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে, কেনিয়ার মান্দেরা রাজ্যের গভর্নর আলি রোবা বলেছিল যে, উত্তর কেনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা আশ-শাবাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মার্কিন সামরিক কনভয়ে শাবাবের অভিযান, নিহত অন্তত ১৫ সৈন্য

সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। গত বৃহস্পতিবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর ২টি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে পরপর ৬টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই সাথে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ১২ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং ৩ মার্কিনী সহ আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অতি সম্প্রতি মার্কিন সৈন্যদেরকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বাহিরে জালাজদুদ এবং যুবা রাজ্যে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে। সূত্রমতে, আমেরিকান সৈন্যরা এই অঞ্চলে মোগাদিশু সরকারের বিশেষ অপারেশন ইউনিটের সাথে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপের পরিকল্পনা করছিল।
বর্তমানে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিশেষ অপারেশন ইউনিটগুলি এই অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে, যারা আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোমালি সামরিক বাহিনীগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে।

https://ibb.co/ccx5dvt

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২২ সালের মে মাসে সোমালিয়ায় নতুন করে তাদের সেনা পাঠায়। এই সময়টাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে মোতায়েন করে। আর এমন এলাকায় নিজ দেশের সেনাদের মোতায়েন করা থেকে বিরত থাকছে যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক অপারেশনের ঝুঁকি বেশি।

এতো সতর্কতার পরেও গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে কিসমায়োর উপকণ্ঠে মার্কিন বাহিনীর ২টি সামরিক কনভয়ে অভিযান চালিয়েছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা মার্কিন বাহিনীর প্রথম সামরিক কনভয়টিকে আঘাত করেন যুবা রাজ্যের হারবুলী এলাকায়। এখানে মার্কিন বাহিনী ও তাদের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের যৌথ সামরিক কনভয়ে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। বিস্ফোরণটি মার্কিন সেনাদের বহনকারী একটি সাঁজোয়া যানকে আক্রান্ত করলে সেটি ঘটনাস্থলেই ধ্বংস হয় এবং তাতে আরোহী সমস্ত মার্কিন সৈন্য হতাহত হয়। এছাড়াও বিস্ফোরণে আরও কয়েকটি যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর ২য় কনভয়টি লক্ষ্য করে অভিযান চালান একই রাজ্যের জানী-আবদী এলাকায়। এই এলাকাতে মার্কিন বাহিনী ও তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের যৌথ সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে পরপর ৫টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে তাদের ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়, যার একটি ছিলো মার্কিন সৈন্যদের বহনকারী যান। এই অভিযানের ফলে আমেরিকা ও সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অনেক সৈন্য হতাহত হয়, পরে হাতাহত সেনাদেরকে ৩টি গাড়িতে করে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই অভিযানের বিষয়ে এএস কমান্ডের একটি বিবৃতিতে দানব ফোর্সের ১২ সৈন্য নিহত এবং অপর অনেক সৈন্য আহত হওয়ার দাবি করা হয়েছে।

এদিকে মার্কিন বাহিনী তাদের কনভয়ে আশ-শাবাবের অভিযানের তথ্যটি নিশ্চিত করেছে। তারা দাবি করছে যে, মুজাহিদদের এই অভিযানে মার্কিন বাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এবং কর্নেল পদমর্যাদার ২ অফিসার সহ ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতের বাস্তব এই সংখ্যা আরও বেশি।

উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯০ এর দশক থেকে সোমালিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ১৯৯২ এবং ১৯৯৪ এর মধ্যে সোমালিয়ায় অন্তত ৫০ আমেরিকান সৈন্য ও গোয়েন্দা কর্মী মারা গেছে। এরপর ২০০৭ সালে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে আরও অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

১০ই জুলাই, ২০২৩

আল কায়েদার অভিযানে ৮০ বুরকিনান সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামী প্রতিরোধ যোদ্ধারা দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসব অভিযানে অন্তত ৭২ বুরকিনান সেনা নিহত এবং আরও ৮ সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২৭ জুন দেদুগুউ প্রদেশের বোবো-গোলাসো এলাকায় বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করেছে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এতে ঐ কনভয়ের অন্তত ১০ সেনা নিহত হয় এবং বাকিরা যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৭টি সাঁজোয়া যান, ১০টি মোটরসাইকেল, ১০টি ক্লাশিনকোভ, ৪টি পিকা, ৩টি আরপিজি ও ১টি দুশকা গনিমত লাভ করেন।

এর একদিন আগে গত ২৬শে জুন টোগো সীমান্তে এবং নুকাতে ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা।

এদিন মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন টোগো সীমান্তবর্তী মাসাগা এলাকায়। এতে বুরকিনান বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫ সেনা নিহত হলে, বুরকিনান বাহিনী হাল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ১৫টি ক্লাশিনকোভ, ১৪টি মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য আরও অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

একই দিন নুকা এলাকায় বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি বহরে অতর্কিত আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। এই অভিযানে বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ৩৮ সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ১৭টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেন।

এদিকে, গত ২০ জুন বুরকিনা ফাসোর তাতো শহরে দেশটির ভিডিপি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে একটি অ্যাম্বুশ পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে ঘটনাস্থলেই মিলিশিয়া বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ৮ সৈন্য আহত হয়। বাকি সৈন্যরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ ৪টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেন।

এর কিছু দিন আগে, গত ১৫ জুন 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ দেশটির স্কোয়াড্রন রাজ্যের নাওয়াক এলাকাতেও ভিডিপি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অতর্কিত এই অভিযানে মিলিশিয়া বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ৬টি ক্লাশিনকোভ ও ৬টি মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য আরও অনেক সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

০৭ই জুলাই, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || শরিয়া শাসিত সোমালি ভূখণ্ডে মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল মিডিয়া শাখা আল-কাতায়েব ফাউন্ডেশন বাহিনীটির নতুন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বড় একটি ব্যাচের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রায় ২,০০০ যোদ্ধার এই সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরটির নামকরণ করা হয়েছে প্রখ্যাত সাহাবি রাবি'ই ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাম অনুসারে।

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুসলিম জাতিকে উৎসাহিত করতে উক্ত গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন। এতে উপস্থিত ছিলেন আশ-শাবাবের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় ও ধর্মীয় পণ্ডিতরা।

ভিডিওটিতে একই ইউনিফর্মে এই ব্যাচের স্নাতক হওয়া কয়েক হাজার প্রতিরোধ যোদ্ধার সুসংগঠিত সামরিক কুচকাওয়াজ দেখানো হয়। তাঁরা ছিলেন সারিবদ্ধ তাওহিদের পতাকা দ্বারা সজ্জিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধাই ছিলেন ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভুক্ত, যারা শহীদী অপারেশন সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত।

হারাকাতুশ শাবাবের বিপুল সংখ্যক যোদ্ধার এই বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ শত্রুদের সাথে লড়াই এবং ইসলামী শরিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ব্যক্ত করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

https://alfirdaws.org/2023/07/07/63624/

০৬ই জুলাই, ২০২৩

ইন্টেলিজেন্স ওয়ার: জাইশুল আদল বনাম ইরান

ইরানের সাথে ইন্টেলিজেন্স ওয়ার বা গুপ্তচরবৃত্তির যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছেন সিস্তান-বেলুচিস্তান ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দল জাইশুল আদল। সম্প্রতি আইআরজিসির একটি গোয়েন্দা তৎপরতা নস্যাৎ করে দিয়েছে দলটি।

গত ২৬ জুন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আইআরজিসির অনুগত তিনজনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে প্রতিরোধ বাহিনী জাইশুল আদল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের প্রকাশিত ভিডিও বার্তা থেকে জানা যায়, দলটির উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিতে এবং তাদের উপর হামলা চালানোর জন্য তথ্য যোগাড় করতে তিনজন গুপ্তচর দলটিতে অনুপ্রবেশ করে। তাদের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন আফগানি এবং অপরজনের নাগরিকত্ব গোপন রাখা হয়েছে।

১৮ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও বার্তায় দলটির মুজাহিদ যোদ্ধাদের সামনে তিন গুপ্তচর নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। ভিডিওতে তিন গুপ্তচরের প্রত্যেকের পরিচয় প্রকাশ করেছে প্রতিরোধ বাহিনী জাইশুল আদল।

উল্লেখ্য, এই ঘটনার মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই ইরানের প্রধান নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি "দুশমনদের চক্রান্ত" মোকাবেলা করতে দেশটির গোয়েন্দা বিভাগ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে একত্রে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে। ২০২২ এর সেপ্টেম্বর থেকে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পেছনে ইসরাইল এবং তার দোসরদের গোয়েন্দা তৎপরতাকে দায়ী করেছে এবং তার দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর "পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কমতি" কে একটি দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছে।

কারা এই জাইশুল আদল?

২০০৩ সালে গঠিত জুনদুল্লাহ নামক দল ২০১১ সালে জাইশ আল আদল নাম ধারণ করে। প্রতিরোধ বাহিনীটি আহলুস সুন্নাহর অনুসারি মুসলিমদের উপর ইসমাইলি শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র ইরানের যুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র

প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দলটির প্রধান নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডাররা গ্রেফতার কিংবা শাহাদাতবরণ করলেও তাদের তৎপরতা থেমে যায়নি। বরং আগের থেকে তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

https://e.top4top.io/p_2738aqol91.png

বর্তমানে সালাহউদ্দিন ফারুকির নেতৃত্বে ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তজুড়ে নিজেদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে দলটি। সেই সাথে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন টার্গেটের উপর অভিযান পরিচালনা করছেন তাঁরা।

প্রাইভেট মাদরাসার উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ দেবে ইমারতে ইসলামিয়্যা

পাবলিক মাদরাসার পাশাপাশি প্রাইভেট মাদরাসাগুলোকেও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইমারতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান এসব মাদরাসার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে বলে জানিয়েছেন ইমারতের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আব্দুল কাবির। মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে কাবুলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

বৈঠকে মাদরাসার শিক্ষকগণ বলেন, কাবুলের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া, ধর্মীয় কারিকুলাম সম্পন্ন করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক শিক্ষা দেওয়াও শুরু করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যথাসম্ভব উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিজেদের পরামর্শও শেয়ার করেছেন শিক্ষকগণ।

নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আব্দুল কাবির প্রাইভেট মাদরাসাগুলোকে তাদের কারিকুলাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামি ইমারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আব্দুল কাবির, শাইখ নেদা মুহাম্মাদ নাদিমের সাথে এক পৃথক সাক্ষাতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শক্তি-সামর্থ্য বাড়ানোর প্রতি জোর দেওয়ারও নির্দেশ দেন।

শাইখ নেদা মুহাম্মাদ নাদিম বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনার সক্ষমতা জোরদার করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামি ও দেশীয় মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টাও জারি রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

তালিবান মুজাহিদিন ক্ষমতায় আরোহণ এবং ইমারতে ইসলামিয়্যা কায়েমের পর থেকেই আফগানিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জোরদার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ববর্তী পশ্চিমা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা উৎখাত করে সেখানে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়্যা সরকার।

তথ্যসূত্র:

---

1. Acting PM Kabir Urged Strengthen of Private Universities – https://tinyurl.com/2fhrkww2
2. Islamic Emirate to Allocate Budget for Private Madrassas in the Future: PM Kabir - https://tinyurl.com/bdhdvtz9

বুরকিনা ফাসোর সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার অভিযানে হতাহত ১৬৬ সেনা

বুরকিনা ফাসোর কয়েকটি স্থানে ২ দিনের ব্যবধানে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৬৬ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ধ্বংস করা হয়েছে ৩০ টিরও বেশি সাঁজোয়া যান।

স্থানীয় সূত্রমতে, ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৬ জুন সোমবার দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি বড়ধরণের অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এর মধ্যে প্রথম অভিযানটি চালানো হয় কয়েক মাস ধরে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের অবরোধে থাকা সানমাতেঙ্গা প্রদেশের জিবো শহরে।

সূত্রমতে, শহরটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অবরোধের কবলে আটকা পড়া সেনাদের সাহায্যের জন্য আসা বড় একটি সরবরাহ কনভয়ে অতর্কিত এই অভিযানটি পরিচালনা করেন জেএনআইএম যোদ্ধারা। সেখানে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছিল।

আয-যাল্লাকা ও স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এই অভিযানের ফলে বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ১০০ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত এবং নিখোঁজ হয়েছে আরও কয়েক ডজন সৈন্য। এছাড়াও অভিযান চলাকালীন সরবরাহ কনভয়ের ৩০টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় তাঁরা সামরিক বাহিনী থেকে আরও ১৫টি গাড়ি, ৬৫টি মোটরসাইকেল, ১২টি পিকা, ৭টি আরবিজি, ১৩টি পিস্তল, ৫৩টি ক্লাশিনকোভ, ২৯৮টি বাক্স এবং মর্টার শেলসহ বিপুল সংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেন।

এদিন 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন রাজ্যটির নোয়াকা এলাকায়। সেখানে সেনাবাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে অতর্কিত অভিযান চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪৫ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

দেশটির আধাসামরিক বাহিনী ভিডিপির দেওয়া তথ্যমতে, এদিন 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা পূর্ব কোমন্ডজারি রাজ্যের গায়েরি এলাকায়ও অভিযান চালিয়েছেন। এতে ভিডিপি নামক সশস্ত্র মিলিশিয়া গ্রুপটির ৪ সদস্য নিহত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

এর একদিন পর, অর্থাৎ ২৭ জুন মঙ্গলবার বুরকিনা ফাসোর পশ্চিমে বাউকেল ডু মাউহাউন অঞ্চলে আরও একটি অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এই অভিযানে বুরকিনান সেনাবাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও ৯ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে মালির রাজধানী বামাকো থেকে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হটাতে পশ্চিমাদের সাথে একজোট হয়ে দেশটিতে আগ্রাসন চালায় বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনীও। এসময় আল-কায়েদা বিভিন্ন বিবৃতিতে বুরকিনা ফাসোকে সতর্ক করে দিয়ে মালি থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বলে। কিন্তু বুরকিনা ফাসো এবিষয়ে কর্নপাত না করায় ২০১৫ সালে বুরকিনা ফাসোতেও সামরিক অভিযান শুরু করেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। বর্তমানে জেএনআইএম' যোদ্ধারা বুরকিনা ফাসোর প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

মালিতে আল-কায়েদার হাতে ওয়াগনারের হেলিকপ্টার ভূপাতিত: হতাহত ৬৭ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে রাশিয়ান ওয়াগনার বাহিনীর একটি সামরিক হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করেছে প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার যোদ্ধারা। আল-কায়াদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের অন্য অভিযানে দেশটির ৬৭ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, গত ৩ জুলাই দুপুরে মালির রাজধানী বামাকো থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার দূরের মাসিনা অঞ্চলে ভূমি থেকে আঘাত করে সামরিক হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত করা হয়েছে। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, বিধ্বস্ত হওয়া সামরিক হেলিকপ্টারটি রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর ছিল। ঘটনার সময় হেলিকপ্টারটি ওয়াগনার বাহিনীর সদস্যদের বহন করছিল। তবে হেলিকপ্টারটিতে এসময় কতজন ওয়াগনার সদস্য ছিল তা জানা যায়নি।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এক বার্তায় এই অভিযানের দায় স্বীকার করেছে।

গত জুন মাসেও ওয়াগনার বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও ২টি পৃথক অভিযান পরিচালনার তথ্য নিশ্চিত করেছে প্রতিরোধ বাহিনীটি। তবে এসব অভিযানে কত ওয়াগনার সৈন্য নিহত হয়েছে তা জানা যায় নি।

স্থানীয় সূত্রমতে, এই অভিযানগুলো ছাড়াও আল-কায়েদা যোদ্ধারা গত জুন মাসে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তত ১৬টি অভিযান পরিচালনা করছেন। প্রতিরোধ বাহিনীটি ৮টি পৃথক বিবৃতিতে এসব অভিযানের

১১টির তথ্য নিশ্চিত করেছে। আর এসকল অভিযানে জাতিসংঘের ৯ সৈন্য সহ মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৬৭ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

জেএনআইএম যোদ্ধারা এসব অভিযান শেষে সামরিক বাহিনী থেকে জব্দ করেছেন ৪টি গাড়ি, ১৪টি মোটরসাইকেল, ১টি পিকা, ৩৪টি ক্লাশিনকোভ, ১টি আরপিজি, ৩টি দোশকা ও ৩টি পিস্তল সহ প্রচুর পরিমাণে গুলাবারুদ।

উল্লেখ্য, জেএনআইএম একদিকে যখন তাদের অপারেশনের পরিধি বিস্তৃত করছে, অন্যদিকে ফ্রান্স এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের দেখানো পথে জাতিসংঘও মালিতে তাদের কথিত শান্তি মিশন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা সৈন্য প্রত্যাহার শুরুও করে দিয়েছে দেশটি থেকে। আর বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশিয়ান ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারও অদূর ভবিষ্যতে একই পথে হাঁটবে।